পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 325 Friday, 30 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩২৫ সংখ্যা ✱ ১২ কার্তিক ১৪৩৩, শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

Ministry of Home Affairs
Government of India
CBC 19101/13/0033/2627
বীরদের সাথে একটি সেলফি শেয়ার করুন যারা ভারতকে নকশালমুক্ত হতে সাহায্য করেছে
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে স্যালুট
জাতীয় ঐক্য দিবস
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট
একই জায়গায় ঐক্যের নানা রঙ দেখুন
ভারত পর্ব
১লা থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট
Rashtriya Ekta Diwas
31st OCTOBER, 2026
তথ্যের জন্য এবং থাকার জায়গা বুক করতে স্ক্যান করুন, অথবা ভিজিট করুন rashtriyaektadiwas.com

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলায় লগ্নিতে আগ্রহী বেদান্ত, শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠক অনিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ বড়বাজারের তুলাপট্টিতে ছিল পরিবারের দোকান। কলকাতাতেই কেটেছে ছোটবেলার বেশ কয়েকটি বছর। সেই শহরে ফিরে এ বার বাংলায় বড় শিল্প গড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন বেদান্তা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়াল। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। সূত্রের খবর, আসানসোলে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা গড়তে চায় বেদান্তা। প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজও দ্রুত এগিয়ে নিতে আগ্রহী তারা। কয়লার জোগান এবং চালু পরিকাঠামোর সুবিধা থাকায় প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির জন্য আসানসোলকেই সম্ভাব্য কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করছে বেদান্তা। তা ছাড়া আসানসোলে গোষ্ঠীর প্রায় ৩০০ একর জমি রয়েছে। সেখানে কারখানা গড়া সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে প্রকল্পের জন্য আরও জমির প্রয়োজন হতে পারে। অনিল আগরওয়াল জানিয়েছেন, সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফল অনুকূল হলে এবং সরকারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া গেলে ৩ বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি চালু করা সম্ভব হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীও বৈঠকে কর্মসংস্থানের বিষয়টিতেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, অনিলকে তিনি বলেছেন, রাজ্যে ১০ হাজার মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে। বেদান্তার বিবৃতিতেও বিনিয়োগ ও ১০ হাজার কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনার কথা জানানো হয়েছে। বাংলায় শিল্পে বিনিয়োগ টানার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কাজের সুযোগ বাড়ানো রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, তিনি শ্রমনিবিড় শিল্পে বিনিয়োগ টানতে আগ্রহী। সেই প্রেক্ষাপটে খনি ও ধাতুশিল্পের আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বেদান্তার আগ্রহ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বিনিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আগরওয়াল। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়েও ভাবছে বেদান্তা। দুই ক্ষেত্র মিলিয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। কয়লা ও জল পাওয়ার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং পরিকাঠামো-সব দিক খতিয়ে দেখেই এগোবে সংস্থা। আসানসোলে বড় কারখানা হলে তার চারপাশে ছোট ও মাঝারি শিল্পের সুযোগও তৈরি

● এরপর ৬ পাতায়...

‘মা-বোনেদের সুরক্ষায় পুলিশকে খোলা হাত, পরিণতি সবাই দেখতে পাচ্ছেন!’

এনকাউন্টার নিয়ে বুঝদারদের ইশারা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবরঃ অপরাধ কমাতে রাজ্যে ‘উত্তরপ্রদেশ মডেল’ কার্যকর করার কথা আকছার বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ রাজ্যে পালাবদলের পর ‘যোগী রাজ্যের’ ঢঙেই পুলিশের এনকাউন্টার-ও শুরু হয়েছে। বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জের পর বন্দুকের শাসনে অপরাধে লাগাম টানার কথা ঘনিষ্ঠ মহলে মেনে নিয়েছেন পুলিশকর্তাদের একাংশ। কিন্তু অনেকেই আবার প্রশ্ন তুলেছেন, পুলিশের এনকাউন্টারের ফলে উত্তরপ্রদেশে কি অপরাধ কমেছে? বাংলায় কি অপরাধীরা ভয়-ডর পাবে? যদিও মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী। আরও একবার সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন রায়গঞ্জের সভা থেকে। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমনে প্রশাসন যে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না, বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি থেকে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জে পুলিশি এনকাউন্টারের প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, মা-বোনদের সুরক্ষায় পুলিশকে সম্পূর্ণ ‘খোলা হাত’ দেওয়া হয়েছে। এ দিন মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘যা করার করব, নিশ্চিন্ত থাকুন। মা-বোনেরা, পুলিশকে খোলা হাত দিয়ে এসেছি। কেউ যদি ধর্ষণ, গ্যাংরেপ, শ্লীলতাহানির মতো কোনও কাজ করে, তাহলে পুলিশ যা দরকার তাই করবে। আমরা কেউ ভারতপিতা বলি না, ভারতমাতা বলি। আমাদের এই বেলুড় মঠে অষ্টমীর দিন স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গাপূজায় কুমারী পূজা করেছিলেন।’’ নারী শক্তির মর্যাদার কথা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, ‘‘মা, বোন ও কন্যাদের যারা অসম্মান করবে, তাদের পরিণতি কী হচ্ছে তা সবাই

দেখতে পাচ্ছে। সামাজদার কা তো ইশারাই কাফি হ্যায়। পুলিশ মন্ত্রী তো এর থেকে বেশি কিছু বলবে না। আপনারা সবাই সজাগ থাকবেন।’’ টাটকা ঘটনা। তা-ও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, মঙ্গলবার ভোররাত এবং ভরদুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা এবং মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে দুই পুলিশি এনকাউন্টার দেখেছে রাজ্যবাসী। অমিল শুধু ‘স্থান’ আর ‘পাত্রে’! বাকিটুকু শুধুই মিল- পুলিশ হেফাজত থেকে ধৃত অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নির্জন অকুস্থলে যাওয়ায়, পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে অভিযুক্তের পালানোর চেষ্টায়, ছিনতাই করা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে দুই অভিযুক্তেরই ঠিক তিন রাউন্ড গুলি চালানোয় এবং শেষ পর্যন্ত ‘আত্মরক্ষার্থে’ পুলিশের পাল্টা গুলিতে দুই অভিযুক্তের মৃত্যুতে! প্রথম ক্ষেত্রে পুলিশের গুলির বলি, গাইঘাটায় ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাস। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সামশেরগঞ্জের ব্যবসায়ী তথা বিজেপিকর্মী সুজিত মণ্ডলের খুনের মামলায় গ্রেফতার স্থানীয় বাসিন্দা সামাউল শেখ। অনেকে এ ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাচ্ছেন সাড়ে তিন মাস আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারেরও। তবে ঘটনার পুনর্নির্মাণ, পালানোর চেষ্টা, আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাই করে গুলি এবং পুলিশি-আত্মরক্ষার তত্ত্বে মিল থাকলেও এ ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা অমিল রয়েছে, পুলিশের তথ্য বলছে, আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাইয়ের পর প্রহ্লাদ বা সামাউলের মতো তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ার সুযোগ পাননি প্রভাস। মাত্র এক রাউন্ডেই শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর ‘প্রতিরোধ’। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু রাতে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জানান, নতুন সরকারের জমানায় পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীরা ছাড়া পাবে না। তিনি বলেন, ‘‘বিধনসভায় দাঁড়িয়ে আমি পুলিশকে দু’টি বিষয়ে ‘খোলা ছুট’ দিয়েছি, নেশামুক্তি আর মহিলাদের উপর অত্যাচারের মোকাবিলা। এ ক্ষেত্রে পুলিশকর্মী বন্ধুরা পরিবেশ, পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত ‘অন স্পট’ কাজ করবেন।’’ সেই সঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্য, ‘‘সে ক্ষেত্রে পুলিশমন্ত্রী সব সময় পুলিশকর্মীদের পাশে দাঁড়াবেন।’’ আজ রায়গঞ্জের শুভেন্দুর ভাষণ থেকে আরও স্পষ্ট যে, ‘কর্মফল’ প্রশাসনই দেবে। তবে উত্তরপ্রদেশ মডেল ধরে চললে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) সর্বশেষ রিপোর্ট দেখা প্রয়োজন। যেখানে বলছে, ২০২২ থেকে ২০২৪, এই তিন বছরে উত্তরপ্রদেশে অপরাধ বেড়েছে। ওই সময়কালের মধ্যে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘দল নয়, তবে সংগঠন করতে পারবেন শিক্ষকরা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ এখন থেকে সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোনও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে না। নতুন এই নীতির কথা বুধবারই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে দল না করা গেলেও সংগঠন করার ক্ষেত্রে আপত্তি নেই সরকারের। বৃহস্পতিবার এ কথা স্পষ্ট করলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবার থেকে সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নয়া বিধি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিধিতেই থাকবে এই শর্ত। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চর্চা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। এই আবহে মন্ত্রী দীপক বর্মন বলছেন, এটা নতুন কিছু নয়। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই এই নিয়মের আওতায় আছেন। এবার সরকার পোষিত স্কুলের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম চালু করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেশিরভাগ রাজ্যে এই নিয়মটা রয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। তবে দল না করতে পারলেও, সংগঠনের সদস্য হওয়ায় বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজেপির টিচার্স সেল করা যাবে না, কিন্তু অরাজনৈতিক যে সব সংগঠন আছে, সেগুলি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কোনও বাধা থাকছে না। বুধবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পায় এই সিদ্ধান্ত। শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নিজেও একজন শিক্ষক ছিলেন। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। তবে এ ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট উত্তর দেননি মন্ত্রী।

কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না হাইকোর্ট, ভোটে কোনও বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুর্নবিন্যাস মামলায় কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য। তবে মামলা খারিজ নয়। পরের শুনানিতে উভয়পক্ষের হলফনামা জমার নির্দেশ আদালতের। ফলে আপাতত কলকাতা পুরসভার ভোটে কোনও বাধা থাকছে না। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দিতে হবে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে। পাশাপাশি, বিরোধীরা চার সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেবে। ৬ সপ্তাহ পর মামলার শুনানি। এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী কোনও স্থগিতাদেশ না থাকায় পুরসভার ভোট নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরিচালনা করতে প্রশাসনিক স্তরে আর কোনও আইনি জটিলতা রইল না বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞ আইনজীবীরা। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। সেখানে কেন এত দিন ধরে চলা প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে এসে মামলা করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। পাশাপাশি, পুরসভার কমিশনার যেভাবে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তার পিছনে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম রয়েছে কি না, তা-ও জানতে চান তিনি। তাঁর

● এরপর ৬ পাতায়...

আই-প্যাক মামলায় মমতার বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই নাকি রাজ্য?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কৌশলী সংস্থা ‘আই-প্যাক’-এর দফতরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর তল্লাশি অভিযানে বাধা দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়ে ফেলার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার আজ শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্য সরকারের হাত থেকে তদন্তের ভার সিবিআই-কে দেওয়া হবে, নাকি রাজ্য সরকারের উপরই দায়িত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত- সেই নির্দিষ্ট ও সীমিত আইনি প্রশ্নের উপরে বৃহস্পতিবার রায় সংরক্ষিত রাখল শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতে যুক্তি দেন, বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে নেই। ফলে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তদন্তে প্রভাব

রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট

ফেলার অবকাশ এখন আর নেই। এমনকি রাজ্যের ক্ষমতার রাশ এখন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের হাতে। তারা যদি মনে করে, তবে নিজ এক্তিয়ারেই মামলাটি সিবিআই-এর হাতে তুলে দিতে পারে। আইনত তাদের সেই অধিকার রয়েছে এবং এক্ষেত্রে কেউই তাদের পথ আটকাতে পারবে না। তাই এই পরিস্থিতিতে মহামান্য আদালতের পৃথকভাবে নতুন কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? জবাবে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র স্মরণ করিয়ে দেন যে, গত শুনানিতেও আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী একই ধরনের যুক্তি পেশ করেছিলেন। তবে ইডির মূল উদ্বেগের বিষয় রাজ্য পুলিশ যদি এই তদন্ত পরিচালনা করে, তবে তার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিপ্রায়ের অভিযোগ উঠবে। এর জবাবে আইনজীবী কপিল সিবাল পাল্টা আশ্বাস দিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

ভোটাধিকার কেড়ে নিলে চুপ থাকা যায় না মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ এসআইআর এবং ভোট চুরির অভিযোগে পথে নামছে বিরোধীরা। আগামী ১ নভেম্বর, রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে সভা করতে চলেছে ‘ইন্ডিয়া’। ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে সেই মেগা সমাবেশে ফের একজোট হওয়ার ডাক দিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ভোট চুরির অভিযোগের জবাব চাই, নীরবতা নয়। মমতা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, আগামী রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে ঐক্যবদ্ধ হবে ইন্ডিয়া জোট। ভোট চুরির বিরুদ্ধে এই লড়াই আসলে প্রত্যেক ভারতীয়ের নিজের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার অধিকার রক্ষার লড়াই। বাংলার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এই সমস্ত অভিযোগের জবাব দিতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন মমতা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেত্রী। ভোট প্রক্রিয়ার একাধিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, ইভিএমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও সংশয় রয়েছে। একইসঙ্গে ভোটার তালিকা এবং ভোট গণনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এই বিষয়গুলির যথাযথ জবাব চেয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটারদের অধিকার

● এরপর ৬ পাতায়...

গাফিলতি থাকলে প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে! ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ নিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে বলল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ ডজিটাল বা অনলাইন প্রতারণার ঘটনায় ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ব্যাঙ্কের নজরদারি বা যে কোনও গাফিলতির কারণে যদি কোনও গ্রাহক সাইবার প্রতারণার শিকার হন, তবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে সেই ব্যাঙ্ক। একই সঙ্গে প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তরিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত আগাম সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারক জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারক ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র প্রস্তাবিত ‘কেওয়াইসি সংশোধিত নির্দেশিকা ২০২৬’ খতিয়ে দেখা হবে, যা আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কার্যকর করার কথা রয়েছে। আদালত জোর দিয়ে জানিয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নজরদারির দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ভুক্তভোগীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার স্পষ্ট আইনি পরিকাঠামো এই নতুন বিধিতে থাকতে হবে। শুনানি চলাকালীন দেশে ক্রমবর্ধমান ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ প্রতারণা নিয়ে গভীর ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। সচেতনতামূলক প্রচার সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কীভাবে এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন, তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কেউ গ্রেফতার হতে পারে ভেবে

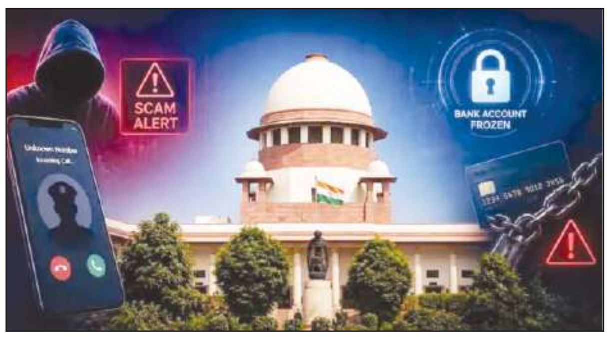

মানুষ কীভাবে প্রতারিত হন? ওই সময় মোবাইলটি দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলেই তো গ্রেফতারির ভয় শেষ হয়ে যায়! আদালতে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী এন এস নাপ্পিনাই বেঞ্চকে জানান, সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় এক মহিলা ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয়ে প্রায় ২.৫ কোটি টাকা হারিয়েছেন। মনোবিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, ভয়ের চোটে ভুক্তভোগীরা এক প্রকার ‘হিপনোসিস’ বা সম্মোহনের শিকার হয়ে প্রতারকদের কথা মানতে বাধ্য হন। সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমানি জানান, বিগত বছরের তুলনায় ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে। তবে প্রধান বিচারপতি তা খণ্ডন করে জানান, কেবল চলতি বছরেই এই ধরণের প্রতারণায় দেশজুড়ে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ভারতীয় সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যেই ২১ হাজার ৯০০টিরও বেশি অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়েছে, যার অঙ্ক প্রায় ৬৪৭ কোটি টাকা। প্রতারণা রুখতে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত জানায়, সন্দেহজনক লেনদেন সাময়িকভাবে আটকে দেওয়া, অস্বাভাবিক আর্থিক গতিবিধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করা এবং সরাসরি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তদন্ত রিপোর্ট তো কেবল ময়নাতদন্তের মতো! প্রতিরোধের ব্যবস্থা কোথায়? অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত হওয়ামাত্রই কেন তা সাময়িকভাবে আটকে দেওয়া যাচ্ছে না? একই সঙ্গে ডিজিটাল অ্যারেস্টের আশঙ্কা থাকলে নিকটস্থ থানায় দ্রুত অ্যালার্ট পাঠানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানির আগে সমস্ত অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। আরবিআই-এর নতুন কেওয়াইসি নির্দেশিকা খতিয়ে দেখার পরেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত রায় বা গাইডলাইন জারি করবে সুপ্রিম কোর্ট।

কলকাতা পুলিশে এক লপ্তে প্রায় ৬ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবরঃ কলকাতা পুলিশে এক লপ্তে বড়সড় নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে থাকা ৫ হাজার ৮৯৩টি শূন্যপদ পূরণে অনুমোদন জারি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ মেধা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর এই সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এর আগে কলকাতা পুলিশে প্রশাসনিক ও সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করতে একাধিক পদে নিয়োগের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর পাঠানো সেই প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখার পর অর্থ দফতর এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সায় মিলতেই এই প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হল। মোট শূন্যপদের মধ্যে রয়েছে ৬৪৮টি সার্জেন্ট এবং ৪২৫টি সাব-ইনস্পেক্টর পদ (যার মধ্যে ৭০টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত)। এ ছাড়াও ৪ হাজার ৩১৯টি কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে, যার মধ্যে মহিলা কনস্টেবলের

● এরপর ৬ পাতায়...

'অর্ণব'-এর পরোক্ষ প্রভাব বঙ্গে, কলকাতা ও উপকূলে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর ঃ অন্ধ্র উপকূলে তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর আছড়ে পড়ার পর থেকেই তার পরোক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের কারণে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ও দফায় দফায় বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা। একই সঙ্গে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে শুরু হয়েছে লাগাতার বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মধ্য বঙ্গোপসাগর থেকে আসা সক্রিয় জলীয় বাষ্পের সঞ্চার হওয়ায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলছে। মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা একধাক্কায় বেশ কিছুটা কমেছে, ফলে শহরে অনুভূত হচ্ছে স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র আবহাওয়া। অন্যদিকে, বৃষ্টির প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে রাজ্যের উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় সকাল থেকেই একটানা বৃষ্টি চলছে। দীঘা, মন্দারমণি, বকখালি ও সাগরে সমুদ্র বেশ উত্তাল রয়েছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইছে। সমুদ্রের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ওপর জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে প্রশাসন। উপকূলীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

'কিং'-এর শুটিংয়ে লন্ডনে ৬১-তম জন্মদিন কাটাবেন শাহরুখ, আশাহত অনুরাগীরা

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর ঃ ২ নভেম্বর ৬১-তে পা রাখতে চলেছেন বলিউড তারকা শাহরুখ খান। প্রতি বছর এই বিশেষ দিনে তাঁর মুম্বইয়ের বাড়ি 'মন্নত'-এর বাইরে তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য উপচে পড়ে. অনুরাগীদের ভিড়। তবে এই বছর তাঁর আসন্ন চলচ্চিত্র 'কিং'-এর শুটিংয়ের কাজে লন্ডনে থাকায় মন্নত- র দুয়ার থেকে শূন্য হাতেই ফিরতে হতে পারে অনুরাগীদের ।২ নভেম্বর শাহরুখের জন্মদিনের দিনে 'কিং' ছবির একটি গানের শুটিং ধার্য করা হয়েছে। তাই ব্যস্ততার কারণে অভিনেতা মুম্বইয়ে এসে অনুরাগীদের সঙ্গে সাক্ষা করতে পারবেন না। তবে ছবির মুক্তির আগে অনুরাগীদের সঙ্গে এক বিশেষ সৌজন্য সাক্ষাতের আয়োজন করার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানটি আগামী ২৩ ডিসেম্বর অর্থা সিনেমাটি মুক্তির ঠিক আগের দিন হতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও ঘোষণা করা হয়নি।সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় তৈরি হতে চলা 'কিং' ছবিতে শাহরুখকে এক নতুন রূপ ও মেজাজে দেখতে পাবেন দর্শকরা। ছবিতে সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন এবং রানি মুখোপাধ্যায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন। সম্প্রতি ছবিটির থেকে শাহরুখের একটি নতুন পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে তাঁর অ্যাকশন অবতার সাড়া ফেলে দিয়েছে। 'কিং' আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নতুন মাইলফলকের প্রতীক্ষা, ৩০ অক্টোবর 'এনভিএস-০৩' উপগ্রহের উৎক্ষেপণ ইসরোর

তিরুপতি (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২৯ অক্টোবরঃদেশের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক দিকনির্ণয় বা নেভিগেশন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। এই লক্ষ্যে ৩০ অক্টোবর রাত ১১টা ৫১ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র জিএসএলভি-এফ১৮ উক্ষেপণ যানের মাধ্যমে মহাকাশে পাড়ি দেবে অত্যাধুনিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট 'এনভিএস-০৩'।গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালার ঐতিহ্যবাহী শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে গিয়ে বিশেষ পুজো ও প্রার্থনা নিবেদন করেন ইসরো চেয়ারম্যান ড. ভি. নারায়ণন। প্রতিবারের মতো এবারও অভিযানের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ (মডেল) শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের চরণে স্পর্শ করিয়ে মিশনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের আশীর্বাদ চান ইসরো প্রধান।মন্দির দর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসরো চেয়ারম্যান ড. ভি. নারায়ণন জানান, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ৩০ অক্টোবর রাত ১১টা ৫১ মিনিটে আমরা জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটের সাহায্যে নেভিগেশন স্যাটেলাইট 'এনভিএস-০৩' উক্ষেপণ করতে চলেছি। একটি বেসরকারি উক্ষেপণ সহ এটি চলতি বছরে আমাদের পঞ্চম সফল অভিযান হতে চলেছে।তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, এই সফল উক্ষেপণের মধ্য দিয়ে কক্ষপথে আমাদের সক্রিয় নেভিগেশন স্যাটেলাইটের সংখ্যা দাঁড়াবে চারটিতে। যার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রুব আইডিয়াম পারমাণবিক ঘড়ি। এই উপগ্রহগুলি ভারতকে অত্যন্ত নিখুঁত অবস্থান, পথনির্দেশ এবং সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত, নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করবে।এই অভিযানের কৌশলগত ও নাগরিক উপযোগিতার দিকটি তুলে ধরে ইসরো প্রধান উল্লেখ করেন, নতুন এই উপগ্রহ দেশের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে, তেমনই অসামরিক ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী ভূমিকা নেবে। বিশেষ করে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, রেলওয়ের রিয়েল-টাইম ট্রেন ট্র্যাকিং, স।কপথে দ্রুত যানবাহন নজরদারি এবং গভীর সমুদ্রে মস্যজীবী ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলির নিখুঁত নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে এই উপগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানি।

পঞ্জাবে মাদকের বলি কিশোর দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ, দায়ের এফআইআর

ফাজিলকা (পাঞ্জাব), ২৯ অক্টোবর ঃ পঞ্জাবের ফাজিলকা জেলার ঘাটিয়ান ওয়ালি জট্টান গ্রামে মাদকের অতিরিক্ত মাত্রায় এক ১৭ বছর বয়সী কিশোরের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত কিশোরের নাম অভিজো সিং। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে কিশোরের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা দেহ আটকে রেখে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ও গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেছেন।মৃত কিশোরের মা হরপ্রীত কৌর অভিযোগ করেন, মাদক ব্যবসায়ীদের চক্রান্তেই তাঁর নাবালক পুত্রের মর্মান্তিক পরিণতি হযেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলেন, মাদক বিক্রি ও সরবরাহের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ চাই। এর আগে আমার স্বামীর শরীরেও মাদকের বিষাক্ত ইনজেকশন ঢুকিয়ে একইভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল। তখনো আমরা বিচার পাইনি। মাদকের বিষে আমাদের পুরো পরিবারটা শেষ হয়ে গেল। যতদিন না দোষীরা গ্রেফতার হচ্ছে এবং আমরা সুবিচার পাচ্ছি, ততদিন আমরা এখান থেকে দেহ সরাতে দেব না।ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জালালাবাদ বিভাগের ডিএসপি বি. এস. রণধাওয়া জানান, বলজিন্দর সিংয়ের ১৭ বছর বয়সী পুত্র অভিজোতের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ তপর হয়েছে। মৃতের মায়ের বয়ানের ভিত্তিতে কয়েকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের সুবিধায় সাহারানপুর-বারাণসী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর ঃউৎসবের মরসুমে যাত্রীদের ভিড় বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে, উত্তর রেলওয়ে সাহারানপুর জংশন এবং বারাণসীর মধ্যে একটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।উত্তর রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা হিমাংশু শেখর উপাধ্যায.বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে, ০৪৫৫২ নম্বর সাহারানপুর-বারাণসী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ৩০ অক্টোবর সাহারানপুর থেকে ছাড়বে। ০৪৫৫১ নম্বর বারাণসী-সাহারানপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ২ নভেম্বর বারাণসী থেকে ছাড়বে। প্রতিটি দিকে একটি করে ট্রিপ চালানো হবে।ট্রেন নং ০৪৫৫২ সাহারানপুর-বারানসী স্পেশাল ট্রেনটি সাহারানপুর থেকে দুপুর ২টায় ছাড়বে এবং মোরাদাবাদ, বেরেলি, শাহজাহানপুর, হারদোই, আলমনগর, রায়বেরেলি জংশন, মা বেলহা দেবী ধাম জংশন এবং জানগিহগড় হয়ে পরের দিন সকাল ৭ৃ০০ টায় বারাণসী পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায, ট্রেন নং ০৪৫৫১ বারাণসী-সাহারানপুর স্পেশাল ট্রেনটি বারাণসী থেকে দুপুর ২টায় ছাড়বে। এটি জাঙ্গিহা জংশন, মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জংশন, রায়বেরেলি জংশন, আলমনগর, হারদোই, শাহজাহানপুর, বেরেলি এবং মোরাদাবাদ হয়ে পরের দিন সকাল ৭ঃ০০ টায় সাহারানপুর জংশনে পৌঁছাবে।ট্রেনের সময়সূচী ও পরিচালনা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের জন্য যাত্রীদের ন্যাশনাল ট্রেন ইনকোয়ারি সিস্টেম ওয়েবসাইট বা অ্যাপ দেখতে অথবা রেলওয়ে হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ যোগাযোগ করতে রেল কর্তৃপক্ষ পরামর্শ দিয়েছে।

' ভারত আর দুর্বল নয়', ফিলিপিন্সে প্রবাসীদের সামনে রাজনাথের দৃঢ় বার্তা, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতির অগ্রগতির খতিয়ান

নয়াদিল্লি ও সেবু (ফিলিপিন্স), ২৯ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে। দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিও আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। ভারত কাউকে উস্কানি দেয় না, কিন্তু কেউ উস্কানি দিলে তার জবাব দিতেও পিছপা হয় না। ফিলিপিন্সের সেবুতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই দৃঢ় বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামরিক সক্ষমতা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির পরিবর্তনের কথাও জানান। ফিলিপিন্স সফরে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও অংশ নেন তিনি।ফিলিপিন্সে ১৩তম আসিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক প্লাস (এডিএমএম-প্লাস)-এ যোগ দিতে গিয়ে সেবুতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলেন রাজনাথ। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বজুড়ে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা বেড়েছে। বিশ্বের ৩৫টি দেশের নেতৃত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁর কথায়, আজ ভারত যখন কথা বলে, গোটা বিশ্ব গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে।ভারতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ' কুটুম্বকম'-এর কথাও তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ভারত গোটা বিশ্বকে নিজের পরিবার বলে মনে করে। এই প্রসঙ্গে নাগপঞ্চমীর ঐতিহ্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত এমন উদার দেশ, যেখানে ওই উৎসবে সাপকেও দুধ খাওয়ানো হয়। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার প্রশ্নে ভারতের এই বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।অর্থনীতিতে পঞ্চম স্থান, প্রথম তিনে ওঠার প্রত্যয়দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে রাজনাথ জানান, বর্তমানে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট না থাকলে ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রথম তিন অর্থনীতির মধ্যে জায়গা করে নিতে পারত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে আগামী দিনে ভারত প্রথম তিনের মধ্যে উঠে আসবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।' আর দুর্বল নয়', অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখপ্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গে রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যে উঠে আসে অপারেশন সিঁদুরের নাম। তিনি বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর কথায়, ভারত আর দুর্বল নয়। আমরা কাউকে উস্কানি দিই না, কিন্তু কেউ আমাদের উস্কানি দিলে তাকে ছেড়ে কথা বলি না। এই বার্তা এখন গোটা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট বলেও দাবি করেন তিনি।ভারত ও ফিলিপিন্সের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসঙ্গেও বিশেষ গুরুত্ব দেন রাজনাথ। জানান, ফিলিপিন্স ভারতের কাছ থেকে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা কিনেছে। দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতাকে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সরাসরি সরকারি সুবিধা পৌঁছনোর দাবিদেশের প্রশাসনিক সংস্কার এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে রাজনাথ বলেন, ভারত থেকে দুর্নীতি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে, এমন দাবি তিনি করছেন না। তবে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে ধারাবাহিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।সরকারি সুযোগ-সুবিধা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে প্রতিটি পরিবারের জন্য জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউংটের ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষক, মহিলা এবং যুবক-যুবতীদের মতো বিভিন্ন শ্রেণির উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।বিশ্ববিদ্যালয়, স্টার্টআপ ও বিমানবন্দরের পরিসংখ্যানউচ্চশিক্ষা, শিল্পোদ্যোগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গেও একাধিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন রাজনাথ। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৪৯০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সরকারের ক্ষমতায় আসার আগে দেশে ইউনিকর্নের সংখ্যা ছিল চারটি, বর্তমানে তা বেড়ে ১২৫ হয়েছে। স্টার্টআপের সংখ্যাও প্রায় ১০০ থেকে কয়েক হাজারে পৌঁছেছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি দেশে চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা বেড়ে ১৬০ হয়েছে বলেও জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা কমার দাবিজম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন রাজনাথ। তাঁর দাবি, সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে উপত্যকায় ২২৮ জন সক্রিয় জঙ্গি ছিল। কঠোর নিরাপত্তা অভিযানের ফলে বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে ৪০ থেকে ৪৫-এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপের ফলেই এই পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি করেন তিনি।পিট হেগসেথের সঙ্গে বৈঠক, ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা কাঠামো পর্যালোচনাভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি এডিএমএম-প্লাস সম্মেলনের ফাঁকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন রাজনাথ সিং। মার্কিন যুদ্ধসচিব পিট হেগসেথের সঙ্গে বৈঠকে ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন দুই নেতা। সামরিক প্রযুক্তি, তথ্য আদানপ্রদান এবং যৌথভাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়।বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে রাজনাথ জানান, পিট হেগসেথের সঙ্গে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। দুই দেশের ১০ বছরের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই কাঠামোর মাধ্যমে সামরিক প্রযুক্তি, তথ্য আদানপ্রদান এবং যৌথ উপাদনের ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মুক্ত, অবাধ ও নিরাপদ ইংন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পিট হেগসেথও বৈঠককে ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের কাঠামোর অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের পটভূমিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ১১ বছর আগে আমেরিকা ভারতকে ' ডিফেন্স পার্টনার' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি আদানপ্রদানের পথ আরও প্রসারিত হয়। গত বছরের অক্টোবরে দুই দেশ ১০ বছরের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামোয় স্বাক্ষর করে। দুই কৌশলগত অংশীদারের প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আগামী দিনে আরও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এই কাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা হিসেবে দেখা হচ্ছে।এর আগে ২০১৬ সালে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় লজিস্টিকস এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অব এগ্রিমেঃট (লেমোয়া)। এই চুক্তির আওতায় দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনী সরবরাহ, মেরামতি এবং পুনরায় রসদ সংগ্রহের প্রয়োজনে একে অপরের সামরিক ঘাটি ব্যবহারের সুযোগ পায়। ২০১৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় কমিউনিকেশনস কমপ্যাটিবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট (কমকাসা)। দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সামরিক সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি আমেরিকার কাছ থেকে ভারতের উন্নত সামরিক প্রযুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।রিচার্ড মার্লেসের সঙ্গে বৈঠক, ইন্দো-প্যাসিফিকের নিরাপত্তায় জোরএডিএমএম-প্লাস সম্মেলনের ফাঁকে অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লেসের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন রাজনাথ। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা, সামরিক বাহিনীর পারস্পরিক সমন্বয় ও যৌথভাবে কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।রাজনাথের বক্তব্য, মুক্ত, অবাধ ও নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নয়াদিল্লি।জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা এডিএমএম-প্লাস সম্মেলনের ফাঁকে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কোইজুমি শিনজিরোর সঙ্গেও সাক্ষা করেন রাজনাথ সিং। বৈঠকে ভারত-জাপানের চলতি দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করার বিষয়েও আলোচনা হয়।রাজনাথ জানান, মুক্ত, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের অভিন্ন অঙ্গীকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সব মিলিয়ে, ফিলিপিন্স সফরে রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্য এবং একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও ইংন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের সামনে দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক অগ্রগতির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

আসন্ন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিজেপির বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বৃহস্পতিবার বিজেপি সদর দফতরের দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। বৈঠকে আসন্ন কর্মপরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাংগঠনিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং দলের ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়েও আলোচনা করা হয়।বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে ছবি শেয়ার করে বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন বলেন যে, আসন্ন কর্মপরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি বৃহস্পতিবার দলের সদর দফতরে জাতীয় সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে একটি বিস্তারিত বৈঠক করেছেন।

বড় স্বস্তি আজম খান ও তাঁর ছেলের, অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর এলাহাবাদ হাইকোর্টের

প্রাগরাজ, ২৯ অক্টোবর ঃ ভুয়ো নথি ব্যবহার করে দু'টি প্যান কার্ড রাখার মামলায় বড়সড় আইনি স্বস্তি পেলেন সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ নেতা তথা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মহম্মদ আজম খান এবং তাঁর ছেলে, প্রাক্তন বিধায়ক আবদুল্লা আজম খান। বৃহস্পতিবার এক তাপর্যপূর্ণ রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁদের সাজা কার্যকর করার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।নিম্ন আদালতের দেওয়া সাজার রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ, সাজা মকুব ও অন্তর্বর্তী জামিন চেয়ে আজম খান ও আবদুল্লা আজম খানের পক্ষ থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়েছিল। উভয় পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর আদালত পূর্বে এই সংক্রান্ত রায় সংরক্ষণ করে রেখেছিল। বৃহস্পতিবার আদালত সেই সংরক্ষিত রায় ঘোষণা করে তাঁদের আবেদনে ছাড়পত্র দেয়।উল্লেখ্য, একই ব্যক্তির নামে ভিন্ন ভিন্ন জন্মতারিখ উল্লেখ করে দুটি পৃথক প্যান কার্ড তৈরি ও ব্যবহারের অভিযোগে আজম খান এবং তাঁর ছেলে আবদুল্লা আজমের বিরুদ্ধে রামপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় নিম্ন আদালত তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। উচ্চ আদালত এদিন তাঁদের সাজা স্থগিত করে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ায় রাজনৈতিক ও আইনি মহলে এই সিদ্ধান্তকে আজম পরিবারের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৩০ অক্টোবর ডিমা হাসাও সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উমরাংশুর ১৯ কিলোতে সিমেন্ট কারখানার ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

হাফলং (অসম), ২৯ অক্টোবর ঃ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগামী ৩০ অক্টোবর ডিমা হাসাও জেলা সফরে আসছেন। তাঁর এই সফরকে কেংদ্র করে উমরাংশু এলাকায় বিশেষ তপরতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সফরসূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটি থেকে উমরাংশুতে এসে উপস্থিত হবেন। এরপর তিনি উমরাংশুর ১৯ কিলো এলাকায় প্রস্তাবিত জে কে লক্ষ্মী সিমেন্ট কারখানার ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।ডিমা হাসাও জেলার শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সিমেংট কারখানার এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টিও এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। তবে কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা, বিনিয়োগের পরিমাণ, নির্মাণকাজ শুরুর সময়সীমা এবং সম্ভাব্য কর্মসংস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি।উমরাংশুর ১৯ কিলো এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত ভূমিপূজন অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয় মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ডিমা হাসাও জেলার শিল্প পরিকাঠামো সম্প্রসারণে কতটা প্রভাব পড়বে, সে দিকেও নজর থাকবে।মুখ্যমন্ত্রীর এই জেলা সফর ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও অন্যান্য কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে এলে সফরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট হবে। আপাতত ৩০ অক্টোবর উমরাংশুর ১৯ কিলোতে সিমেন্ট কারখানার ভূমিপূজন অনুষ্ঠানই তাঁর সফরের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে সব সরকারি দফতরকে নির্দেশ জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের

জম্মু, ২৯ অক্টোবর ঃ ক্রমবর্ধমান সাইবার হামলার ঝুঁকি মোকাবিলায. জম্মু ও কাশ্মীর সরকার সব সরকারি দফতরে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছে। এ বিষযে.একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হযেছে। তাতে সমস্ত সরকারি দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও কর্পোরেশনে ইউনিফায়েড এন্ডপয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট (ইউইএম) এবং এন্ডপয়েন্ট ডিটেকশন অ্যান্ড রেসপন্স (ইডিআর) ব্যবস্থার উন্নত সংস্করণ চালু করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।বুধবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের সফটওয়্যারগুলির লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এনআইসি)-এর সদর দফতর থেকে নতুন ও উন্নত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হযেছে। এর মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থায় থাকা ডিজিটাল দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং সাইবার হামলার ঝুঁকি থেকে ধারাবাহিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হযেছে।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এনআইসির সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ প্রশিক্ষিত একটি দল, যাদের ' সাইবার ওয়ারিয়র্স' নামে পরিচিত করা হয, পর্যাযক্রমে বিভিন্ন সরকারি দফতর পরিদর্শন করবে। ওই দলের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার ইনস্টল করার কাজ করবেন। এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত প্রশাসনিক সচিব ও দফতরের প্রধানদের পূর্ণ সহযোগিতা করার আবেদন

রাশিফল

মেষঃ আজ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি দিন হতে চলেছে। আজ আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার অনুভব করবেন। শুভদিন।
বৃষঃ আজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি অনুকূল হবে না। আপনি মানসিক অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতার অভাব দেখা দিতে পারে, যার ফলে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হবে।
মিথুনঃ সামাজিকতার ভয় আপনাকে বলহীন করে তুলতে পারে। এটি সরাতে আপনার আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করুন। আজ, অবিচ্ছিন্ন অর্থের প্রবাহ থাকবে এবং আজ ধন-সম্পদ জড়ো করতে আপনার অসুবিধা হতে পারে।
কর্কটঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না।
সিংহ ঃ আজকের রাশিফল অত্যন্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে। জীবনে সামগ্রিক ভারসাম্য ও সুখ অনুভব করার এটাই উপযুক্ত সময়। এই সময়ে.আপনার অন্তরের ঔজ্জ্বল্য ও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা আপনাকে নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত বোধ করাবে।
কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফল নিয়ে. আসবে। আপনার মনে হতে পারে, চারপাশের সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ
তুলাঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে. পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।।
বৃশ্চিকঃ চাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন।।
ধনুঃসামগ্রিকভাবে আজ ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি দিন হতে চলেছে।
মকরঃ আজ সামগ্রিকভাবে মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি কঠিন দিন হতে চলেছে। এই সময়টি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আপনাকে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে। ।
কুম্ভঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। বড় দলে নিজেকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত আমোদপূর্ণ হবে- কিন্তু আপনার খরচ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নেবে। । ।
মীনঃ আজ মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আনন্দময় ও উপভোগ্য একটি দিন। আপনার মধ্যে নতুন শক্তির সঞ্চার অনুভব করবেন। এটি আপনার ব্যক্তিগত বিকাশ এবং আত্ম-উন্মোচনের সময়। বিবাহের যোগ হতে পারে।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় শক্তি বাড়িয়ে আরও প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি নয়, পরোক্ষ প্রভাব দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, কোথাও কোথাও আবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার দুপুরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করবে, বাপতলা ও ইয়ানামের কাছাকাছি এলাকা থেকে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। সেই সময় ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার গতিবেগে বইবে দমকা হাওয়া। প্রভাব মূলত বেশি থাকবে অন্ধ্রপ্রদেশে। আবার দক্ষিণ ও।শিতেও প্রভাব দেখা যাবে।পশ্চিমবঙ্গে সরকরি কোনও প্রভাব প।বে না। ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। শনিবার থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ২৮ ও ২৯ তারিখ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ওই দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮১ শতাংশ শতকরা এবং ৪৭ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৪৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৪মিনিটে হতে পারে।

অর্নবের প্রভাবে বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এর ল্যান্ডফল হয়ে গেলেও তার প্রভাব প্রত্যন্ত সুন্দরবন লাগোয়া হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালিতে মুষলধারে বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখা, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, সহ একাধিক এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। সুন্দরবন লাগোয়া হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি এলাকায় এখনো আয়লা, আমফান, বুলবুলের আতঙ্ক টাটকা। মুল ঘুর্নিঝড় অর্ণব না আছড়ে পরলেও তার পরোক্ষ প্রভাব কতটা পরবে তা নিয়ে আতঙ্ক এই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। সন্দেশখালি এলাকায় ইতিমধ্যে সতর্ক থাকতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন। বৃষ্টির জেরে মাঠে থাকা আমন ধান নিয়ে চিন্তায় চাষীরা। অন্যদিকে কালীপুজোর আগে এমন আবহাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরাও, চিন্তার ভাঁজ পুজো উদ্যোক্তাদের কপালেও।

২০ লক্ষ টাকার জাল বান্ডিল দিয়ে প্রতারণার ছক

দুরন্তবার্তা, নিজস্য সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ বান্ডিলের উপরে ও নীচে রাখা দুটি আসল ৫০০ টাকার নোট। মাঝখানে নোটের মাপে নিখুঁতভাবে কেটে রাখা সাদা কাগজের টুকরো। বাইরে নামী বেসরকারি ব্যাঙ্কের জাল লেবেল সাঁটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকার চারটি বান্ডিল। প্রথম দেখায় আসল টাকার বান্ডিল বলে মনে হলেও, ভিতরে ছিল সম্পূর্ণ অন্য কৌশল। এভাবেই বিপুল পরিমাণ টাকা দেখিয়ে প্রতারণার ছক কষার অভিযোগ উঠল একটি চক্রের বিরুদ্ধে। তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার বড়বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রথমে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে হাওড়া থেকে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে জাল বান্ডিল তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর স্ট্র্যান্ড রোড ও মীরবহর ঘাট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে সন্দেহজনকভাবে দুই যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তাঁদের কাছে জাল টাকার বান্ডিল রয়েছে বলে খবর পায় বড়বাজার থানার পুলিশ। সেই তথ্যের ভিত্তিতে এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজয়পাল তানওয়ার ওরফে অরবিন্দ (২৩) এবং শিবা থাপা (২৪) নামে দুই যুবককে আটক করা হয়। এরপর বিজয়পালের পিঠের ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় চারটি সন্দেহজনক বান্ডিল। প্রতিটি বান্ডিলের গায়ে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের লেবেল লাগানো ছিল। সেখানে পাঁচ লক্ষ টাকা করে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই হিসাবে চারটি বান্ডিলের মোট মূল্য দেখানো হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু বান্ডিলগুলি খুলতেই সামনে আসে প্রতারণার অভিনব কৌশল। পুলিশের দাবি, প্রতিটি বান্ডিলের একেবারে উপরে এবং নীচে একটি করে আসল ৫০০ টাকার নোট রাখা হয়েছিল। মাঝখানে ছিল নোটের মাপে কেটে রাখা সাদা কাগজের ৯৯৮টি টুকরো। অর্থাৎ, বাইরে থেকে আসল টাকার বান্ডিল বলে মনে হলেও ভিতরে কার্যত কোনও টাকা ছিল না। চারটি বান্ডিল মিলিয়ে মোট আটটি আসল ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার হয়, যার মূল্য মাত্র চার হাজার টাকা। বাকি অংশ জুড়েই ছিল সাদা কাগজ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বান্ডিলগুলি আইন মেনে ভিডিয়োগ্রাফির মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়। এরপর সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে সিল করা হয়। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর তালিকা বা সিজার লিস্টের প্রতিলিপিও অভিযুক্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়। এই ঘটনায় ২৭ অক্টোবর বড়বাজার থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৮(৪), ৩৩৬(৩), ৩৪০(২), ১১২, ৬১(২) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নম্বর ১৭১/২০২৬। প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বান্ডিলগুলি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল এবং সম্ভাব্য প্রতারণার লক্ষ্য কারা ছিলেন, তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্তে নেমে ধৃত দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুই ব্যক্তির সন্ধান পান তদন্তকারীরা। তাঁদের বয়ানের সূত্র ধরে হাওড়ায় অভিযান চালিয়ে সুনীলকুমার বর্মা (৪৭) এবং গোপাল গুজ্জর (২৪) নামে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে একটি প্রিন্টার, পেপার-রিম কাটার, দু'বাক্স হোয়াইট বন্ড পেপার-সহ জাল বান্ডিল তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মামলায় অন্তর্বতী নির্দেশ নয়, বহাল থাকল ২০৮ ওয়ার্ডের সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় আপাতত কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৮ করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা আপাতত বহাল থাকছে। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য অন্তর্বর্তী নির্দেশ চেয়ে করা আবেদনটি খারিজ করে দেন। তবে মূল মামলাটি খারিজ করা হয়নি। বরং মামলার গ্রহণযোগ্যতা এবং পুনর্বিন্যাসের বৈধতা নিয়ে সব পক্ষের বক্তব্য শুনেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে চায় আদালত। সেই কারণে রাজ্য সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিআইএমকে চার সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে। ছয় সপ্তাহ পর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। ফলে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে আইনি জটিলতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। কসবার এক বাসিন্দা ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, পুরসভার ওয়ার্ডগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। একটি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রশাসনিক সামঞ্জস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা না করেই সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে দাবি করেন মামলাকারী। তাঁর বক্তব্য, এই প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্য থাকায় পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভায় আগে মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ১৪৪। পুনর্বিন্যাসের পর সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ২০৮ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের সীমানা ও বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে। সেই প্রক্রিয়া বিধিসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা নিয়েই আদালতে প্রশ্ন উঠেছে। মামলাকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে মামলাকারীর তরফে অন্তর্বর্তী নির্দেশের আবেদন জানানো হলেও আদালত এখনই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। সব পক্ষের বক্তব্য এবং হলফনামা খতিয়ে দেখার পরেই মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ, অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দেওয়ার অর্থ এই নয় যে আদালত পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিয়েছে। এদিকে, ডিসেম্বর মাসে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে এই মামলা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে আদালত কোনও স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় আপাতত পুরভোটের প্রক্রিয়ায় এই মামলার কারণে বাধা তৈরি হচ্ছে না বলেই মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। তবে মূল মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বৈধতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বাকি। আগামী শুনানিতে আদালত কী অবস্থান নেয়, এখন সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

ফিরহাদ হাকিমের পাড়ায় 'গদ্দার' পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য, দায় অস্বীকার যুব তৃণমূলের একাংশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পাড়ায় 'গদ্দার' পোস্টার ঘিরে বৃহস্পতিবার নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। চেতলায় তাঁর বাড়ির অদূরে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে এই পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিরাট আকারের পোস্টারটি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। পোস্টারের নীচে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম উল্লেখ থাকলেও, সংগঠনের একাংশ এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, ফিরহাদ হাকিমের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন মেয়রের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পোস্টারটিতে ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করে 'গদ্দার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি লেখা রয়েছে, 'নিজের জামাই ও নিজের মেয়ের বেলায় কোন ফর্মুলায়, রক্ত না ভক্ত?' এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে আলোচনা। পোস্টারের নীচে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম থাকায় প্রথমে সংগঠনের দিকেই নজর পড়ে। কিন্তু যুব তৃণমূলের একাংশের দাবি, এই পোস্টার লাগানোর সঙ্গে তাদের কেউ জড়িত নন। তাঁদের বক্তব্য, সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কে বা কারা এমন পোস্টার লাগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের সংগঠনকে বিতর্কে জড়ানোর চেষ্টা হয়ে থাকলে, সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, ফিরহাদ হাকিম দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে পরিচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে একাধিক দপ্তরের মন্ত্রিত্ব সামলানোর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার মেয়র হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের পোস্টার পড়াকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফিরহাদ হাকিমের অবস্থান নিয়েও নানা আলোচনা রয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তিনি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ষাটের বেশি বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দল ছাড়েন বলে দাবি করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরিচিতি ও নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অনেকের নজর কেড়েছিল। তবে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে চেতলার পোস্টারের সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, ফিরহাদ হাকিমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও নানা জল্পনা রয়েছে। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি আসন্ন পুরভোটে আর প্রার্থী হতে চান না এবং বিধায়ক হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকেও সরে দাঁড়াতে পারেন বলে জানিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে নিজের পাড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে 'গদ্দার' পোস্টার পড়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পোস্টারের নেপথ্যে কারা রয়েছে, কী উদ্দেশ্যে তা লাগানো হয়েছে এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম কীভাবে সেখানে এল, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও মেলেনি। প্রিয়দর্শিনী হাকিমের প্রতিক্রিয়ার পর বিষয়টি আরও আলোচনায় এসেছে। তবে পোস্টার ঘিরে ওঠা অভিযোগ ও পাল্টা দাবির সত্যতা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার নেপথ্যের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

কালীপুজোর আগে কলকাতায় বড়সড় অভিযান, পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার ১১০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পাড়ায় 'গদ্দার' পোস্টার ঘিরে বৃহস্পতিবার নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। চেতলায় তাঁর বাড়ির অদূরে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে এই পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিরাট আকারের পোস্টারটি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। পোস্টারের নীচে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম উল্লেখ থাকলেও, সংগঠনের একাংশ এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, ফিরহাদ হাকিমের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন মেয়রের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পোস্টারটিতে ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করে 'গদ্দার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি লেখা রয়েছে, 'নিজের জামাই ও নিজের মেয়ের বেলায় কোন ফর্মুলায়, রক্ত না ভক্ত?' এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে আলোচনা। পোস্টারের নীচে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম থাকায় প্রথমে সংগঠনের দিকেই নজর পড়ে। কিন্তু যুব তৃণমূলের একাংশের দাবি, এই পোস্টার লাগানোর সঙ্গে তাদের কেউ জড়িত নন। তাঁদের বক্তব্য, সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কে বা কারা এমন পোস্টার লাগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাঁদের সংগঠনকে বিতর্কে জড়ানোর চেষ্টা হয়ে থাকলে, সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করারওদাবিজানিয়েছেনতাঁরা।উল্লেখ্য,ফিরহাদহাকিমদীর্ঘদিনধরেইরাজ্যেরশাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে পরিচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে একাধিক দপ্তরের মন্ত্রিত্ব সামলানোর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার মেয়র হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের পোস্টার পড়াকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফিরহাদ হাকিমের অবস্থান নিয়েও নানা আলোচনা রয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তিনি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ষাটের বেশি বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দল ছাড়েন বলে দাবি করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরিচিতি ও নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অনেকের নজর কেড়েছিল। তবে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে চেতলার পোস্টারের সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, ফিরহাদ হাকিমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও নানা জল্পনা রয়েছে। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি আসন্ন পুরভোটে আর প্রার্থী হতে চান না এবং বিধায়ক হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকেও সরে দাঁড়াতে পারেন বলে জানিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে নিজের পাড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে 'গদ্দার' পোস্টার পড়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পোস্টারের নেপথ্যে কারা রয়েছে, কী উদ্দেশ্যে তা লাগানো হয়েছে এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম কীভাবে সেখানে এল, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও মেলেনি।

ইন্দ্রনীল সেনের সিঙ্গুরের বাগানবাড়ি ঘিরে বিতর্ক, 'মোহর'-এর সামনে বিজেপির বিক্ষোভ, জমি দখলের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ দুর্গাপুজোর পাস সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার তাঁর সিঙ্গুরের বাগানবাড়িকে ঘিরে একাধিক অভিযোগ সামনে এল। হুগলির সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিনামোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত 'মোহর' নামের ওই বাগানবাড়িকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সেখানে রাতের অন্ধকারে বহিরাগতদের যাতায়াত চলত এবং গভীর রাত পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদের আসর বসত। পাশাপাশি বাগানবাড়ি তৈরির জন্য জমি দখল, রাস্তা আটকে দেওয়া এবং নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার মতো অভিযোগও উঠেছে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই হয়নি এবং এ বিষয়ে ইন্দ্রনীল সেনের প্রতিক্রিয়াও জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার সকালে বাগানবাড়ির সামনে বিক্ষোভের সময় অভিনব প্রতিবাদও দেখা যায়। এক ব্যক্তিকে ইন্দ্রনীল সেনের মতো সাজিয়ে তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানো হয়। প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতেই এই কর্মসূচি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। দুর্গাপুজোর পাস সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তারের পর তাঁর সম্পত্তি ও বাগানবাড়িকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, রাত ১২টার পর ওই বাগানবাড়িতে গাড়ি ঢুকতে দেখা যেত। সেই গাড়িতে করে মহিলাদের নিয়ে আসা হত বলেও অভিযোগ তাঁদের। রাতের দিকে ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যেত বলে দাবি করেছেন কয়েকজন বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন চলত। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই স্থানীয়দের একাংশ প্রাক্তন মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে 'দ্বিতীয় শাহজাহান' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই দাবিগুলির সমর্থনে কোনও স্বাধীন প্রমাণ সামনে এসেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বাগানবাড়ি ঘিরে বিতর্কের পাশাপাশি জমি দখলের অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, চাষিদের ভয় দেখিয়ে জমি দখল করা হয়েছে এবং বাগানবাড়ির সংলগ্ন রাস্তার উপরেও দখলদারির অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, বাগানবাড়ি তৈরির সময় নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চায়েতের অর্থ ব্যবহার করে নিয়মবহির্ভূতভাবে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তাঁরা। এই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় তদন্তের দাবি উঠেছে। এই ঘটনায় সিঙ্গুরের প্রাক্তন বিধায়ক বেচারাম মান্নার নামও জড়িয়েছে অভিযোগকারীদের বক্তব্যে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বাগানবাড়ির জমি দখলের ক্ষেত্রে বেচারাম মান্নার ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতা সাহায্য করেছিলেন। পঞ্চায়েতের অর্থ কীভাবে খরচ হয়েছে, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়েছিল কি না এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোনও অনিয়ম ঘটেছে কি না, তা তদন্ত করে দেখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তবে বেচারাম মান্না বা সংশ্লিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদিকে, দুর্গাপুজোর পাস সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর বৃহস্পতিবার ইন্দ্রনীল সেনকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাঁকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সেই মামলার তদন্তের মধ্যেই সিঙ্গুরের বাগানবাড়ি নিয়ে নতুন অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, 'মোহর' বাগানবাড়িকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। জমি দখল, রাস্তা নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থা এবং বাগানবাড়িতে রাতের কার্যকলাপ নিয়ে স্থানীয়দের দাবির নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে। তবে অভিযোগ ও প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখে তদন্তের মাধ্যমেই প্রকৃত ঘটনা স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য এবং প্রশাসনিক তদন্তের ফলাফলের দিকেই এখন নজর রয়েছে।

শিলিগুড়ির শান্তিনগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, পুরুলিয়া, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ রাতের অন্ধকারে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ঘিরে ধরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ। শিলিগুড়ির শান্তিনগরের পঞ্চানন রোড এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে উত্তম সরকার নামে এক গয়না ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা ও নগদ টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চার দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর ও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি পালানোর সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে।ব্যবসায়ীর অভিযোগ, দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই তাঁর পথ আটকায় চারজন দুষ্কৃতী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর তাঁর কাছে থাকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয় তারা। ব্যাগ ছিনতাইয়ের প্রতিবাদ করলে তাঁকে ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আচমকা এই হামলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই ব্যবসায়ী।এরপর স্থানীয় দোকানদার ও বাসিন্দাদের সাহায্যে দুষ্কৃতীদের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করেন উত্তম সরকার। অভিযোগ, সেই সময় দুটি বাইকে চেপে পালানোর মুহূর্তে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় হামলাকারীরা।

গরু পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য জেলা পুলিশের

দুরন্তবার্তা, শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ আন্তঃরাজ্য গরু পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। এলাকা জুড়ে গরু চুরির রমরমা এবং পাচারের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে আরও ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর আগে এই একই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত চালিয়ে পুলিশ এই পাচার চক্রের মূল কারবারিদের খোঁজ পায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে গ্রেফতার হওয়া দুই আসামির নাম মোহাম্মদ আনোয়ার এবং মোহাম্মদ কাবির। ধৃত মোহাম্মদ আনোয়ার পুরুলিয়া শহরের কসাই মহল্লার বাসিন্দা এবং মোহাম্মদ কাবিরের বাড়ি কাপালিতে। পুলিশ সুপার জানান , এই দুজন পুরো চক্রটির অন্যতম প্রধান মাস্টারমাইন্ড। এর আগে গ্রেফতার হওয়া প্রথম ৫ জন প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন। বেলগুমা পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সাফল্য ও পুরো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। তিনি জানান গত বেশ কয়েক মাস ধরে একটি নির্দিষ্ট চক্র রাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। দুষ্কৃতীরা কোনো নম্বর প্লেট না থাকা ও ভুল নাম্বার প্লেট এর বিভিন্ন গাড়ি ব্যবহার করে রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ার বিভিন্ন থানা এলাকা ঘুরে বেড়াত। সুযোগ পেলেই রাস্তার ধারে কিংবা কারো বাড়ির বাইরে বেঁধে রাখা বা দাঁড়িয়ে থাকা গরু জোর করে গাড়িতে তুলে দ্রুত চম্পট দিত। সম্প্রতি রাতের অন্ধকারে গরুকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নেওয়ার একটি হাড়হিম করা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই তীব্র শোরগোল পড়ে যায় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকেও একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। পরিস্থিতি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে জেলা পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী টিম গঠন করা হয়। ওই ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে এবং গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশি অভিযান চালিয়ে প্রথমে ঝাড়খণ্ড যোগ থাকা ৫ পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। এরপর ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে এনে মুখোমুখি বসিয়ে লাগাতার জেরার পর পুলিশ জানতে পারে যে, শহরের কসাই মহল্লার বাসিন্দা মোহাম্মদ আনোয়ার এবং কাপালির বাসিন্দা মোহাম্মদ কাবির এই পুরো আন্তঃরাজ্য কারবারের পিছনের মূল চালিকাশক্তি। এরপরই অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের এই বিশেষ অভিযানে গরু পাচার ও চুরির কাজে ব্যবহৃত মোট ৬টি বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ আনোয়ার ও মোহাম্মদ কাবিরকে এদিনই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer/Water Supply/Jadavpur Unit, KMC** invites e-Tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/106/26-27/LINK-02/1ST CALL Name of the Work: **Link connection for the Big dia Tube well 150 mm at Gitanjali Park near Pitch Board Shop in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,42,314.78**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **07 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/106/26-27/M-05/1ST CALL Name of the Work: **Maintenance of water supply pipeline by repairing of leaks and other allied works at Purbachal Road, Kalitala Link Road and its surrounding area in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,90,251.03**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/106/26-27/M-06/1ST CALL Name of the Work: **Mending work of water supply service pipeline by repairing of leaks and other allied works at Lal Bahadur Shastri Road, Bidhan Road and its surrounding area in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,95,262.24**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-10/1ST CALL Name of the Work: **Maintenance by leak repairing of 750 mm dia filtered water pipe line on Survey Park Road opposite Indusind Bank by M. S. Jacketing in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,68,912.46**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **07 Days.**

(5) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-11/1ST CALL Name of the Work: **Restoration of water supply service pipeline by repairing of leaks and other allied works at Nabadit, Milan Park and its surrounding area in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,91,138.39**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(6) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-12/1ST CALL Name of the Work: **Restore of water supply pipeline by repairing of leaks and other ancillary work at Nayabad, Bhagat Singh Colony and its surrounding area in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,93,185.22**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(7) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-13/1ST CALL Name of the Work: **Mending work of water supply pipeline by repairing of leaks and other allied work at Sammilani Park, Kalikapur Road and its surrounding area in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,93,103.56**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of online submission of bid: **18.11.2026 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 7). Tender will be opened on: **20.11.2026 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details will be available on the website **https://wbtenders.gov.in** For any addendum or corrigendum, please refer to the webiste **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Water Supply)/RWPS/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work: **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/26-27/eT-20** Name of the Work: **Thorough repairing and overhauling of 6 Nos. Actuator assembly, 3 Nos. are attached to D/S S/V and other 3 Nos are attached to S/S S/V at RWPS Ph-I under GRWW, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,89,282.00**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date and time of receipt: **17.11.2026 at 2 p.m.** Date and time of opening of Tender: **19.11.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available from **02.11.2026 at 2 p.m. onward** the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work: **NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/43/2026-27** Name of the Work: **Inspection, checking and testing of 06 Nos. 750KW, 6KV, 742 RPM marathon make squirrel cage induction motor at CWPS-IV of Garden Reach Water works.** Estimated Amount: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **6,650.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **19.11.2026 at 2 p.m./21.11.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/ARSM Sq. BPS, KMC** invites e-Tender online in two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/WS/ARSM/45/2026-27** Name of the Work: **Renovation of dipapidated overhead shed with other allied works of Electrical Store Room at RSM Sq. BPS.** Estimated Amount: ₹ **1,98,935.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of Bid: **07.11.2026 at 2 p.m.** Tender will be opened on: **13.11.2026 after 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2026 at 10 a.m.** For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC** invites e-Tender for the following work: **NIT No.: KMC/WS/WEST/W71/T-01/2026-27** Name of the Work: **Retoration of U.F.W. supply from 35 Debendra Ghosh Road to 13 School Row by cut and flush method in Ward No.-71.** Estimated Amount: ₹ **2,24,852.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **17.11.2026 – 1 p.m./19.11.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/South, KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/EE/S/TW/2026-27/01/1st Call Name of the Work: **Repairing and renovation of existing 2 Nos. Pump Room at Katju Nagar and Katju Nagar Post Office in Ward No.-93 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,98,151.14**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/EE/S/091/2026-27/07/1st Call Name of the Work: **Development of water supply distribution pipe line by 100 mm dia. D.I. pipe at Jagannath Ghosh Road near Premises Nos. 5F, 5D and 5B etc. in Ward No.-91 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,91,851.52**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/EE/S/TW/2026-27/02/1st Call Name of the Work: **Repairing and Renovation of existing Pump Room and Top roof slab replaced by GI iron sheet at Printik Math and Arabinda Nagar in Ward No.-95 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,93,058.28**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/EE/S/095/2026-27/04/1st Call Name of the Work: **Development of water supply by cut & flush method at Bikramgarh, Golf Green areas and others ancillary works at different places in Ward No.-95 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,96,779.02**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(5) NIT No.: KMC/WS/EE/S/091/2026-27/05/1st Call Name of the Work: **Development of water supply line by cut & flush method and ancillary works at Bosepukur Road areas in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,99,191.07**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(6) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/31/1st Call Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipeline at Ustad Allauddin Khan Sarani and Taratala Road Crossing, Netaji Nagar Narkelbagan More and other location under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,45,548.21**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(7) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/25/1st Call Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipeline 600mm dia. PSC Main at 148/2, 148/17A and 56/72 N. S. C. Bose Road and other location in Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,48,114.58**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(8) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/27/1st Call Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipeline 600mm dia. PSC Main at 148/2, 148/15A and 6A N. S. C. Bose Road and other location in Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,45,942.83**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **12 Days.**

(9) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/22/1st Call Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipeline 600mm dia. PSC Jacketing work at 42/3 N. S. C. Bose Road and other locations in Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,33,951.18**. Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(10) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/24/1st Call Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipeline 600mm dia. PSC Main at 140/22A, 5/6A and 42A N. S. C. Bose Road and other location in Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,88,441.76**. Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(11) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/26/1st Call Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipeline 600mm dia. PSC Main at 148/12, 1/1B N. S. C. Bose Road and 1/5, 2/96A Sree Colony on Layalka Road and other location in Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,47,332.84**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Date and time of Publication/Submission start: **03.11.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 11). Last date and time of Submission: **18.11.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 11). Tender opening date and time: **20.11.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 11). The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 11).

(653/26-27)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৫ সংখ্যা, শুক্রবার , ১২ কার্তিক, ১৪৩৩

ভারত গৌরব

প্রাচীন ভারতের গৌরব ছিল। আর বর্তমান ভারতের সেই গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে উদ্যোগী গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ফিরিয়ে কীভাবে আনা সম্ভব তা নিয়ে চলছে রীতিমতো গবেষণা। প্রাচীন ভারতের যুগকে স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। সেই সময়কার মানুষের মনে এতো হিংসা ছিল না। এত বিদ্বেষ জাতিভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু জাতি ভেদাভেদ আসার ফলে ভারত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে দেয়। বীরত্ব আর থাকলো না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের কাছে নতি স্বীকার করবেন না বলেই পুরু বীর রাজার মতো সংগ্রাম করেছিলেন। তাতে আলেকজান্ডার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে মৈত্রীর সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি নিম্ন জাতিকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের নিম্নজাতির ওপরে খুবই অত্যাচার করতো। এমনকী বহু সময়ে এই সব নিম্ন শ্রেনি লোকেরা উচ্চ বর্ণের হয়ে বেগার শ্রম দিত। বিনিময়ে দুই বেলা আহার জুটতো। একেবারে ক্রীতদাস প্রথার মতো বলা যেতে পারে। এরপরে একই অবস্থা চলছিল তখন ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা বা ফ্রান্সে কিংবা রাশিয়াতে। চিন দেশেও তখন দুর্বলদের ওপরে সবলের অত্যাচার ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই একটি সীমারেখা থাকতো। ব্যাপক দুর্নীতি তখন ছিল না। তখন পরিবার বা সমাজের শাসন ছিল। কিন্তু এখন তো সামাজিক শাসন বলতে গেলে উঠে গিয়েছে। এখন আর সমাজ বলে কোনও কিছুই নেই। তখন সমাজ ছিলো বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। এখন সমাজ বলে কোনও কিছু না থাকার ফলে মানুষ বিপদে পড়লে কাউকে ডেকে সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন। তখন রাজারা যদি দুর্নীতি কাজে লিপ্ত থাকতো তাহলে তাকে জবাব দিহি করতে হতো। তিনি যে অপরাধ করেছেন তা কবুল করতে হতো। আজকে তার কোনও বালাই নেই। দুর্নীতি করলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউই নেই। বর্তমান পরিবেশটা অন্য ধারায় প্রবাহিত। অতীতে সংবাদপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সমালোচনা করা যেত। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও অন্যায় কাজ করতেন তাহলে তার পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে ফলাও করে খবর প্রকাশ হতো। এখন তা হয় না। দুর্নীতির খবর প্রকাশ করা হয় বটে। কিন্তু তার মধ্যে থাকে দুর্নীতিকে চাপা দেওয়ার অপকৌশল। পশ্চিমী দেশগুলিতে কোনও মন্ত্রী দুর্নীতি করলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা হওয়ার জো নেই। মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করেন তাহলে তাকে প্রমাণ করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও খবর প্রকাশ পেলে বলা হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ভারতীয় আইন এমন হওয়া উচিত কোনও মন্ত্রী বা সাংসদ যদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আদালতে দ্বারা অভিযুক্ত হন তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীত্ব এবং সাংসদ ও বিধায়ক পদত্যাগ করতে হবে।

শিল্পময় কাশ্মীর

কাশ্মীরে বিনিয়োগ করতে প্রায় সব শিল্পপতিরা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রিলায়েন্স থেকে শুরু করে টাটারা পর্যন্ত এখন কাশ্মীরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কাশ্মীর ক্রিকেট বোর্ড থেকে বলা হয়েছে যে এবারে কাশ্মীরে আইপিএল খেলা হবে। আইপিএল খেলা হলে কাশ্মীরে নবজীবন লাভ করবে খেলাধুলায়। মেয়েরা পর্যন্ত খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। মেয়েদের ফুটবল ক্রিকেট খেলা চালু করতে চলেছে কাশ্মীরের ক্রীড়া দফতর। আসলে কাশ্মীরকে এখন সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে। পেছনে ফিরে তাকানোর আর কোনও সময় নেই। সেখানে প্রযুক্তি বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আধুনিক বহু শিক্ষা কেন্দ্র এবং পরিবেশ আনুযায়ী শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে শিল্পপতিরা। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি একবার ইউপিএ সরকার থাকাকালীন কাশ্মীর সফর করেছিলেন শিল্পপতি টাটাদের সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং রতন টাটা। তিনি কাশ্মীরে পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে টাইটান ঘড়ি তৈরি একটি কারখানা তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই শিল্প গড়ে তোলা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে টাইটান কারখানা গড়ে তোরা ব্যাপারে সরকার এগিয়ে আসবে বলে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একেবারে পাকিস্তানকে কুপোকাৎ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্ব জয় করলেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি যে যথেষ্টভাবে পাকিস্তানকে বেগ দিয়েছেন সেটা পরিস্কার। তার সঙ্গে বাঙালি মহিলাও ছিলেন। তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন প্রথম সচিব বিদিশা মৈত্র। তিনি দেখিয়ে দিলেন পাকিস্তান কীভাবে এই উপমহাদেশে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসছে। পরমানু হামলার হুমকি দিচ্ছে। কাশ্মীর তো ভারতের অংশ। সেটা কিন্তু পাকিস্তান তাদের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারে না। কাশ্মীরে অহিংসার পরিবেশ তৈরি হলে সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটবে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির বিকাশ লাভ করবে কাশ্মীরে। ইট পাথর ছোড়া সেনাদের দিকে তাক করে সেটা বন্ধ হয়ে গি.ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন আর কোনও সুবিধা করতে পারছে না। তরুণ কাশ্মীরীদের উস্কানি দিয়ে ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক করে যে ইট পাথর ছুড়তো সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। ভারতে পাক রাষ্ট্রদূতের আর ক্ষমতা নেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ডেকে বৈঠক করার। সব কিছু একেবারে খতম করে দিয়েছে মোদি সরকার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

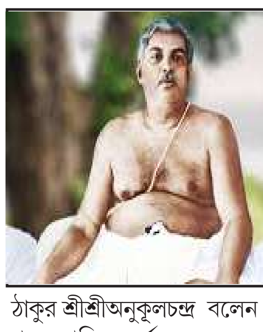

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে ।ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। ।মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে।প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় অধোগতি ও হতাশা

ড. দেবপ্রসাদ পাল

বিগত ১৫ বছরে শিক্ষাব্যবস্থার অধোগতিঃ হতাশায় ভুগছে বাংলা। সবে কৈশোরবেলা উপস্থিত, তখন আমি সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণির পাঠরত এক ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গের রেলমন্ত্রী হিসেবে 'দিদি' নির্বাচিত হলেন। সুন্দরবন অধ্যুষিত এক প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে হিসেবে 'দিদি' নামটির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিত হলাম সেই নির্বাচনের পর থেকেই। তাঁর নেতৃত্ব ও আদর্শকে কেন্দ্র করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। সময়টা ২০১১। সমবয়সী প্রজন্মের স্বপ্ন সদ্য প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। বাম আমলে নিম্নবিত্তের জমির দখল দারির অঘোষিত নীতি মুক্ত, নতুন শিক্ষাপদ্ধতি আরোপ ও ন্যায়পরায়ণ এবং নীতিশৃঙ্খলার আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠবে আমাদের গর্বের পশ্চিমবঙ্গ। উন্নয়নের শিরোনামে জ্বলজ্বল করে লেখা হল- শিক্ষার প্রগতি, বেকারত্বের অবসান, দেশভক্তি, নারীর সুরক্ষা প্রভৃতি। অনুমিত ধারণা, বোধ করি আগত দিনের পশ্চিমবঙ্গ 'জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

প্রত্যন্ত গ্রামে শৈশব কাটিয়ে চাকচিক্যময় শহরে তরুণ জীবনে উপস্থিত হতেই শিক্ষা সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিকীকরণের যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তা বিগত ১৫ বছরে পর্যালোচনায় 'তাসের ঘর'- এর মতো 'নাজুক' অবস্থায় পরিণত হয়েছে। উন্নততর শিক্ষা ও সংস্কৃতির গপ্পো খানিকটা নামেই আড়ম্বর অথচ ভুয়ো পরিকল্পনায় ঠাসা। কয়েকটি বাস্তব চিত্রের নমুনা উল্লেখ করলাম।

এক সকালে আমি ও আমার এক বন্ধু গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজে হাওড়া থেকে ইস্পাতে যাওয়ার সময় এক ভিন্ন চিত্র লক্ষ করলাম। গন্তব্য স্টেশন ঝাড়গ্রাম পৌঁছনোর ঠিক আগে ট্রেনের জানালা দিয়ে জ্ঞানেশ্বরীর শীর্ণকায় দেহ দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে, ২০১০ সালের টিভির পর্দায় দেখা জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা ও মাওবাদী আন্দোলনের মর্মান্তিক-কলঙ্কিত অধ্যায়। স্টেশনে নেমেই ঝাড়গ্রামের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ মনকে প্রশান্তি দিয়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টার পথ, প্রধান শিক্ষক মহাশয় (স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এক টোটো নিয়ে স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়েছিলেন। আলাপ- আলোচনায় জানতে পারলাম, টোটো চালক যিনি তিনি স্যারের ছাত্র, নাম- উত্তম মারাণ্ডি, বয়স - মোটামুটি, সুঠাম দেহ ও চোখে মুখে বিষন্নতার ছাপ। তাঁর অতীতের ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারণে উঠে এল, তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন; পঞ্চম শ্রেণিতে তিনি মেধার দ্বারা প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মাননীয়া দিদি বাংলার পড়ুয়াদের পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন , ''রাজ্য বোর্ডের খাতা দেখার কড়া নিয়মে পড়ুয়াদের নম্বর কম দিত। আমি বলে দিলাম, নম্বরটা বাড়িয়ে দাও।" সেই সময় থেকেই মেধা যাচাই ও মুল্যায়নের মানদণ্ড অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়ল। ফলে শিক্ষার্থীর

টোটো চালকটি অচলায়তন টালমাটাল সিস্টেমকেই তাঁর ব্যর্থতার জন্য দায়ী করলেন।

তথ্য সংগ্রহের পর ঐ স্কুলের ব্যবহারযোগ্য নয়, বেহাল শৌচালয়ের এমন অবস্থার কারণ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানালেন, সরকারিভাবে'Composite Grant'বা 'শিক্ষা সহায়ক উপকরণ' -এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা তিনি অনেকদিন চোখে দেখেননি। বাড়ি ফিরে স্কুলশিক্ষার এমন অবনতি আরও খতিয়ে দেখে জানলাম, গত ১০ বছরে ৭০১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে; পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও দ্রুত স্কুল বন্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হাতেগোনা কয়েকজন। ২০১২ সালের মার্চ মাসে গণনা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৪ হাজার থেকে তা ২০২২ সালের মার্চ মাসে প্রায় ৬৭ হাজারে দাঁড়ায়। স্কুল ছুটের হারও লাফিয়ে বাড়ন্ত। ২০২২-২৩ সালে শিক্ষার্থী পিছু ১০.৬ থেকে ৪০-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকেও গত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালে ভর্তির সংখ্যা লঘু হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৬৩২৪ জন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে অপরিণত বয়সে সোশ্যাল মিডিয়ার অনিয়ন্ত্রিত আসক্তি এড়াতে ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ রয়েছে। যেমন- অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সে, ইটালি এবং জার্মানি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনূদিত 'তরুণের স্বপ্ন প্রকল্প' -এর মাধ্যমে কোভিড -এর ক্রান্তিকালে অন লাইন ক্লাস করার সুবিধার্থে রাজ্য সরকার একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দের জন্য ১০০০০ টাকার ট্যাব হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল, স্কুলগুলির অপরিণত পরিকাঠামো এবং নজরদারির অভাবে, না হল ঠিকঠাক অনলাইন ক্লাস আর না পারল ছাত্রছাত্রীরা তথ্য-প্রযুক্তিগত শিক্ষালাভ করতে। মাঝখান থেকে ট্যাবের কার্যকারিতা বন্দী হয়ে পড়ল পর্ণ সাইট আর সোশ্যাল মিডিয়ার আবদ্ধ বেড়াজালে।

আমার গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান মূলত সুন্দরবন কেন্দ্রিক। ঐ অঞ্চলের সন্দেশখালি এলাকার গ্রামীন একটি স্কুলে শিক্ষক সংকট অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা দিয়েছে। সুন্দরবন অন্তর্বর্তী একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) অনুমোদিত শিক্ষক সংখ্যা ৭০ থেকে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১০ জন। অবশিষ্ট পঠন-পাঠন আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP-২০২০) এবং পূর্বের রাজ্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা কর্মমুখী দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে যাচ্ছে। সমন্বিত কোর্স যেমন- B.A.– B.Sc.+ B. Ed. আধুনিক কোর্সগুলি চালু না হওয়ায় তত্ত্বীয় জ্ঞানের তুলনায় ব্যবহারিক প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে, পাঠক্রমের বিন্যাস ও মান নিয়ে দু- এক কথা জরুরী বলে মনে করছি। নবম শ্রেণির দ্বিতীয় মূল্যায়নের পাঠ্যসূচিতে 'কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি' অধ্যায়ে ত্রিকোণমিতির প্রয়োগ রাখা হয়েছে; অথচ গণিত পাঠক্রমে ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয় দশম শ্রেণিতে। এই অসামঞ্জস্যের ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি অনুধাবন না করে মুখস্থ করতে বাধ্য হচ্ছে। পর্ষদ প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তকগুলির মান অত্যন্ত নিম্নমানের ও জটিলতায় ভরপুর; দক্ষ শিক্ষক- শিক্ষিকা ছাড়া শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন সম্ভব নয়। গত ১৫ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে মানোন্নয়নের পরিবর্তে সংখ্যাগত প্রসারের দিকে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। NCERT ধাঁচের পাঠক্রম অনুসরণের চেষ্টা থাকলেও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সুফল ঘটেনি। এছাড়াও পদ্ধতিগত কারচুপি,OMR শিট বিকৃতি ও স্বজনপোষণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আংশিক মেরামতিও সম্ভবপর নয়। দুর্নীতিমূলক রাজ্য গড়ে তুলতে সাধারণ আম-আদমি নাগরিক 'ঘাসফুল'কে বিপুল ভোটে জয়ী করে নিজেরাই বোকা বনেছেন। জনকল্যাণমুখী নীতি ও উন্নয়নের পরিবর্তে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে দৈন্যদশা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছিল। যা বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা ও গুনগত মানের গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্য সরকার গঠনে যদি শিক্ষাব্যবস্থার সচ্ছল গতি ফিরে আসে তবেই প্রকৃতরূপে মা-মাটি-মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। পরবর্তী প্রজন্ম আবারও নতুন স্বপ্নের দিশা খুঁজে পাবে।

শতবর্ষে কবি সুকুমার

ডক্টর সুদীপ চন্দ্র হালদার

শতবর্ষ পেরিয়েও প্রাসঙ্গিকঃ খেয়াল রসের জাদুকর সুকুমার রায়। বাংলা সাহিত্যজগৎ নক্ষত্রখচিত, তারকায় পরিপূর্ণ। এত সমৃদ্ধ সাহিত্যজগৎ খুব কম জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে। কী

নেই বাংলা সাহিত্যজগতে! এই অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাহিত্যজগতকে শিশুতোষ সাহিত্যে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, কবি সুকুমার রায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় ১৮৮৭-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ সুকুমার রায় বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যকে এক অনন্য উচ্চতায় দাঁড় করিয়েছেন।

সুকুমার রায়ের পিতা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ছিলেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ । পারিবারিকভাবে সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠেছেন সুকুমার রায়। শৈশব হতেই হাস্যরসের লেখনীতে ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। মাত্র আট (৮) বছর বয়সেই তিনি রচনা করেন 'নদী' নামক কবিতা। পড়াশোনা করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজে পড়াকালীন সময়ে তৈরি করেন 'ননসেন্স ক্লাব'। ননসেন্স ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা' নামক পত্রিকা। সুকুমার রায় ছিলেন এই পত্রিকার মূল চালিকা শক্তি। তিনি মজার মজার রসাত্মক প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা লিখতেন এখানে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় দ্বৈত অনার্স সম্পন্ন করে বাবার আগ্রহে মুদ্রণ শিল্পের ওপর উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য পাড়ি জমান বিলেতে। বিলেত হতে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরে সুকুমার যোগদান করেন বাবার মুদ্রণ ব্যবসায় এবং তৎকালীন ভারতের মুদ্রণ শিল্পকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনা করতেন মাসিক শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ'। সুকুমার রায় নিয়মিত এই পত্রিকাতে মজার মজার গল্প, কবিতা, চমৎকার সব ছড়া লিখতেন, যেগুলো পাঠক মহলে ভীষণ জনপ্রিয়তা পায়। পরবর্তীতে বাবার মৃত্যুর পরে তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সুকুমার রায় শুধুমাত্র প্রথাগত শিশুসাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের খেয়াল রসের জনক। তাঁর লেখনীতে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তুলতেন নিখুঁতভাবে। 'একুশে আইন' কবিতার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক আইনকে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও, 'হযবরল' এর আদালতের দৃশ্য ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার প্রতি এক অসাধারণ প্রহসনের লেখনী।

সুকুমার রায়ের সাহিত্য চর্চা শুধুমাত্র কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর তুলিতেও ছিল আশ্চর্য মোহনীয় জাদু। অদ্ভুত সব কাল্পনিক প্রাণী তিনি নিজ হাতে এঁকেছিলেন, যেমন-বকচ্ছপ (বক্‌ কচ্ছপ), হাঁসজারু (হাঁস্‌ সজারু) ইত্যাদি। নিজস্ব কল্পনাজাত এরূপ অতি জাগতিক প্রাণীর চিত্র ইতিপূর্বে কোন বাঙালি শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়েনি!

সুকুমার রায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন মন্ডা ক্লাব (মনডে ক্লাব) প্রতি সোমবার এই ক্লাবে বসত বড় বড় সাহিত্যিকদের আড্ডা। সুকুমার রায় নিয়মিত এই ক্লাবের আড্ডাকে প্রাণবন্ত করতে গুরুগম্ভীর ও রসাত্মক প্রবন্ধ লিখতেন।

সুকুমার রায়ের লেখা 'পাগলা দাশু' বা 'হযবরল' যখন কোন শিশু পড়ে, তখন সে নির্মল আনন্দ খুঁজে পায়, কিন্তু যখন প্রাপ্তবয়স্ক বোদ্ধা ব্যক্তি পড়েন, তিনি এই লেখার মধ্যে এক ভিন্ন জীবনদর্শন খুঁজে পান। তিনি দেখতে পান সুকুমার রায় কীভাবে লেখনীর মাধ্যমে হাস্যরসের সমান্তরালে সমাজে প্রচলিত অসংগতিগুলো নিতান্ত সহজ সরলভাবে অতুলনীয় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিশুতোষ রচনার মাধ্যমে এমন দ্বিমুখী গভীর তাৎপর্যের লেখনী বিশ্ব সাহিত্যে অনন্য। তত্ত্ব কথায় সমাজচিত্র তথা অন্যায়, অনাচার, কুসংস্কার, কুপ্রথা অসংখ্য সাহিত্যিক হয়তো তুলে ধরেছেন, তবে শিশুসাহিত্যের মধ্য দিয়ে খেয়াল রসেও যে এটা সম্ভব, সেটা বোধকরি সুকুমার রায় ভিন্ন অন্য কেউ এত অনবদ্য ভাবে পারেননি। তাইতো শতবর্ষ পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক সুকুমার রায়ের অনন্য সৃষ্টি জগত। খেয়াল রসের জনক সুকুমার রায়ের জন্মদিনে বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। (লেখক ঃ ডক্টর হালদার কবি এবং দার্শনিক)।

উৎসব- আতঙ্কের বিশেষ নাম কলকাতার চোরবাগান

চিত্তজিৎ দত্ত

চোরবাগান পদপিষ্টের ক্ষত শুকোনোর আগেই বিতর্ক, গুরুতর আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর ঘিরে প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকারের ভূমিকা। কলকাতার দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাংলার সামাজিক জীবন, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সমষ্টিগত আনন্দের অন্যতম প্রতীক। কয়েক মাসের প্রস্তুতি, শিল্পীদের পরিশ্রম, পুজো উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা এবং সাধারণ মানুষের আবেগ মিলিয়ে এই উৎসব প্রতি বছর শহরকে এক অন্য রূপে সাজিয়ে তোলে। কিন্তু সেই আনন্দের আবহেই যখন কোনও মণ্ডপে ভিড়ের চাপে মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তখন উৎসবের সমস্ত আলো যেন মুহূর্তের মধ্যে ম্লান হয়ে যায়। চোরবাগানের দুর্গাপুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাও তেমনই এক মর্মান্তিক অধ্যায়, যা উৎসবের নিরাপত্তা নিয়ে বহু অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে এনেছে।

এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানি এবং একাধিক মানুষের আহত হওয়ার খবরের পর স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থা এবং পুজো পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই গুরুতর আহতদের কয়েকজনকে সরকারি হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই স্থানান্তর প্রয়োজন হল, কীসের ভিত্তিতে হাসপাতাল নির্বাচন করা হল, সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় কী ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় রোগী ও তাঁদের পরিবারের সম্মতি কতটা গুরুত্ব পেয়েছে।

তবে এই বিতর্কে প্রবেশ করার আগে একটি মৌলিক বিষয় মনে রাখা জরুরি। কোনও দুর্ঘটনার পর আহতদের চিকিৎসা এবং তাঁদের জীবনরক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্যেই যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা, উন্নত পরিকাঠামো, নিবিড় পরিচর্যা বা জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন মেটাতে কাউকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তকে নিছক সরকারি-বেসরকারি বিভাজনের দৃষ্টিতে বিচার করা যায় না। আবার চিকিৎসার নামে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তার যুক্তি, প্রক্রিয়া এবং বাস্তব

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকারও সাধারণ মানুষের রয়েছে। এই দুই সত্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্ঘটনার পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গুরুতর আহতদের ক্ষেত্রে দ্রুত শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন, রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং যথাযথ চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরও জীবন বাঁচানোর অপরিহার্য পদক্ষেপ হতে পারে। ফলে কোন রোগীকে কোথায় পাঠানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত আবেগ বা রাজনৈতিক অবস্থান থেকে নয়, চিকিৎসকদের মূল্যায়ন এবং হাসপাতালের বাস্তব সক্ষমতার ভিত্তিতে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন এমন সিদ্ধান্তের কারণ জনসমক্ষে স্পষ্ট হয় না। কোনও সরকারি হাসপাতাল থেকে গুরুতর আহতকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হলে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় কি কোনও ঘাটতি ছিল? পর্যাপ্ত শয্যা, নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র, চিকিৎসক, নার্স কিংবা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব দেখা দিয়েছিল কি? নাকি নির্দিষ্ট ধরনের চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুমাননির্ভর হতে পারে না। প্রশাসনের উচিত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা।

সরকারি হাসপাতাল এ রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের চিকিৎসার প্রধান ভরসা। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সেই ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা কেবল হাসপাতালের ভবন, শয্যা বা যন্ত্রপাতির উপর দাঁড়িয়ে নেই; বরং জরুরি পরিস্থিতিতে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পাওয়ার নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে। তাই কোনও বড় দুর্ঘটনার পর সরকারি হাসপাতালের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা এড়িয়ে যাওয়া বা কেবল রাজনৈতিক বিতর্ক বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

একই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালকে চিকিৎসার প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখাও যুক্তিসঙ্গত নয়। সরকারি ও বেসরকারি;উভয় ক্ষেত্রের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা বহু কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ করেন। জরুরি পরিস্থিতিতে যে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দ্রুত দেওয়া সম্ভব, সেখানে রোগীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত চিকিৎসাগত বিচারে সঠিক হতে পারে। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ, অর্থের সংস্থান এবং পরবর্তী চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যও একটি বাস্তব বিষয়। বিশেষত দুর্ঘটনায় আহতদের পরিবার যখন শোক, আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, তখন তাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হওয়া কোনওভাবেই কাম্য নয়।

অতএব, গুরুতর আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানাতন্তরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি রাজ্য সরকারের কোনও আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসার খরচ বহনের ব্যবস্থা বা হাসপাতালগুলির মধ্যে সমন্বয় যুক্ত থাকে, তবে সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট করে জানানো প্রয়োজন। আর যদি এমন কোনও ব্যবস্থা না থাকে, তবে আহতদের পরিবার কীভাবে চিকিৎসার ব্যয় বহন করবে, তার উত্তরও প্রশাসনকে দিতে হবে। শুধু রোগীকে অন্য হাসপাতালে পাঠিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। রোগীর চিকিৎসা যাতে মাঝপথে অর্থের অভাবে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে;রোগী এবং তাঁর পরিবারের সম্মতি। জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনও কখনও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবু রোগীর শারীরিক অবস্থা, স্থানান্তরের কারণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং বিকল্প চিকিৎসার সুযোগ সম্পর্কে পরিবারের কাছে যথাসম্ভব স্পষ্ট তথ্য পৌঁছে দেওয়া উচিত। অসহায় পরিস্থিতিতে কোনও পরিবার যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ না করে। চিকিৎসা ব্যবস্থার মানবিকতা কেবল ওষুধ বা অস্ত্রোপচারে নয়, রোগী ও তাঁর পরিজনদের সঙ্গে আচরণের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।

চোরবাগানের দুর্ঘটনা আরও একবার কলকাতার উৎসব-নিরাপত্তার দুর্বলতাগুলি খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। বড় পুজো মণ্ডপে মানুষের ঢল নামবে, এ কথা প্রশাসন ও উদ্যোক্তা উভয়েরই জানা। দর্শনার্থীর সংখ্যা, মণ্ডপের প্রবেশপথ, বেরোনোর রাস্তা, রাস্তার প্রস্থ, আশপাশের যান চলাচল, জরুরি পরিষেবার প্রবেশাধিকার এবং ভিড়ের গতিপথ সম্পর্কে আগাম পরিকল্পনা থাকা উচিত। ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কেবল পুলিশ মোতায়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা, প্রবেশ ও নির্গমনের পৃথক ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী দর্শনার্থীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি। বিশেষ করে কোনও মণ্ডপে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রবেশ করতে চাইলে সামান্য বিশৃঙ্খলাও দ্রুত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ভিড়ের চাপে মানুষ পড়ে গেলে পিছনের সারিতে থাকা দর্শনার্থীরা অনেক সময় পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। ফলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য শুধু জনবল বাড়ানো যথেষ্ট নয়; দরকার প্রশিক্ষিত কর্মী, পরিষ্কার নির্দেশিকা, পর্যাপ্ত ব্যারিকেড, বিকল্প পথ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ভিড়ের চাপ কমানোর পরিকল্পনা। এ ক্ষেত্রে পুজো উদ্যোক্তাদের দায়িত্বও কম নয়। জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য মণ্ডপের সামনে অতিরিক্ত ভিড় জমতে দেওয়া, দর্শনার্থীদের চলাচলের পথ সংকীর্ণ রাখা কিংবা জরুরি নির্গমনপথ সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা না রাখা বিপজ্জনক হতে পারে। একই সঙ্গে সমস্ত দায় উদ্যোক্তাদের উপর চাপিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা আড়াল করাও ঠিক নয়। অনুমতি প্রদান, নিরাপত্তা পরিকল্পনা যাচাই, ভিড়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে দর্শনা র্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা;এই সমস্ত ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সংস্থার নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। দুর্ঘটনার পরে তদন্তের ঘোষণা বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু তদন্তের সাফল্য নির্ভর করে তার নিরপেক্ষতা, তথ্য সংগ্রহের গভীরতা এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের উপর। তদন্তে শুধু তাৎক্ষণিকভাবে কী ঘটেছিল, তা জানলেই চলবে না; কেন ঘটেছিল, কোন পর্যায়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে একই পরিস্থিতি এড়াতে কী পরিবর্তন প্রয়োজন, তাও নির্ধারণ করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, সিসিটিভি ফুটেজ, ভিড়ের গতিবিধি, প্রবেশ ও নির্গমনপথের বিন্যাস এবং কর্তব্যরত কর্মীদের ভূমিকা;সবকিছু খতিয়ে দেখা জরুরি। তবে তদন্তের ফল প্রকাশের আগে কাউকে দোষী বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা তদন্তকারীদের কাজ। তদন্তের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রকাশ করা।

২৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত এনএইচ-১০-এ যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর ঃ সিকিমগামী ও সিকিম থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাতায়াতকারী গাড়িচালকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (NHIDCL)। NH-10 -এর রংপো থেকে রানিপুল পর্যন্ত অংশে জরুরি মেরামতি ও নির্মাণকাজের জেরে ২০তম মাইল এলাকায় রাতের নির্দিষ্ট সময়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই মর্মে ২৮ অক্টোবর একটি অফিস অর্ডার জারি করা হয়েছে। প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী, NH-10-এর ৬০ কিমি + ১৮০ মিটার, অর্থাৎ ২০তম মাইল এলাকায় প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ বা সীমাবদ্ধ থাকবে। ২৯ অক্টোবর রাত ৯টা থেকে এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে এবং ৪ নভেম্বর ভোর ৫টা পর্যন্ত তা বহাল থাকার কথা। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দুই দিকের যান চলাচলের উপযোগী করে রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এই পদক্ষেপ। বিকল্প পথ হিসেবে ছোট গাড়ি বা LMV-র জন্য দুটি রুটের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রুটটি হল রংপো-দুগা-পেনদাম-সিংতাম, যার দূরত্ব প্রায় ১৯ কিলোমিটার এবং যেতে আনুমানিক ৪০ মিনিট সময় লাগতে পারে। দ্বিতীয় বিকল্প রুট মারনিং-নামথাং-সিংতাম-গ্যাংটক, যার দূরত্ব প্রায় ৮৪.৪ কিলোমিটার। এই পথে পৌঁছাতে আনুমানিক ৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট সময় লাগতে পারে। নির্দেশিকায় সমস্ত শ্রেণির যানবাহনের জন্য রংপো-রোরাথাং - পাকিয়ং- গ্যাংটক রুট ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এই পথে দূরত্ব প্রায় ৭৫.১ কিলোমিটার এবং আনুমানিক ২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট সময় লাগতে পারে। তবে প্রকৃত যাত্রার সময় ট্রাফিক পরিস্থিতি ও রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করবে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং বিকল্প রুটে যানজট এড়াতে প্রয়োজনীয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফলে এই সময়ে সিকিম যাত্রার পরিকল্পনা থাকলে গাড়িচালক ও পর্যটকদের রওনা হওয়ার আগে বিকল্প রুট সম্পর্কে জেনে নেওয়া এবং অতিরিক্ত সময় হাতে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের বাইরে পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনও পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

উদ্ধার বিপুল শব্দবাজি, জালে অভিযুক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৯ অক্টোবর ঃ নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মজুত করা হয়েছিল নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক সব শব্দবাজি। আর ঠিক উৎসবের মরশুমের আগে সেই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে এক বড়সড় ও সফল অভিযানে নামল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের তমলুক থানা। গোপন সূত্রের নিখুঁত খবরের ভিত্তিতে চালানো এই ঝটিকা অভিযানে পুলিশ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক এবং আতশবাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, যা স্থানীয় এলাকায় অবৈধ বাজি মজুতকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তমলুক থানার অধীনস্থ দক্ষিণ চড়া শঙ্করাড়া এলাকায় এই বিশেষ অভিযানটি পরিচালিত হয়। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সাব-ইন্সপেক্টর অমিত প্রামাণিক এবং লেডি সাব-ইন্সপেক্টর আফরোজা খাতুন। পুলিশ বাহিনীর এই দল অত্যন্ত পেশাদারিত্ব ও তৎপরতার সঙ্গে নির্দিষ্ট সন্দেহভাজন জায়গাগুলিতে তল্লাশি চালায় এবং বেআইনিভাবে লুকিয়ে রাখা বিপুল বাজি বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের এই অভিযানে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর তালিকা বেশ দীর্ঘ ও আতঙ্কজনক। এর মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় ও বিপজ্জনক জল ফটকা, বিভিন্ন নামী-বেনামী চকলেট বোমা, বিশালাকার গাছ বোমা, পাট ফটকা, চটপটি বোমা, লঙ্কা ফটকা এবং বর্ণময় রংমশাল। সব মিলিয়ে অভিযানে মোট ৪৭৪ প্যাকেট বিভিন্ন ধরনের বাজি এবং ২৮ টি শক্তিশালী গাছ বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া এই সমস্ত বেআইনি ও বিস্ফোরক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পর তমলুক থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

TENDER NOTICE

NIT-02/2026
2026_ZPHD_5081904_1,
2026_ZPHD_5081904_2,
2026_ZPHD_5081904_3,
2026_ZPHD_5081904_4,
2026_ZPHD_5081904_5 Dated-31/10/2026, Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application 06/11/2026 up to 01.00 pm. Date of Opening of Tender on 09/11/2026 at 01.00 PM. Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

e-Tender Jahannagar Gram Panchayat NIT No. 180/JGP/NIT/15th CFC/2026 dated 28/10/2026 pubilished on eNIT site on 30/10/2026 Fund: 15th CFC (2025-26) for Details Visit www.wbtenders.gov.in

sd/-
Executive Assistant (In-Charge) Jahannagar Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), হাওড়া পৌরনিগমের পক্ষ থেকে হাওড়া পৌরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৫টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রসহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

NIT No. WB-HMC/NIT/ED-012/L/2026-27 & WB-HMC/NIT/ED-013/L/2026-27 DATE: 29/10/26

অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ ২৯.১০.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১৬.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে ভিজিট করুনঃ https://wbtenders.gov.in।

১০২(২) / ২৬-২৭
২৯।১০ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER & PROGRAMME OFFICER
Joypur Development Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: WB/PUR/JDB/PO/VB-G RAM G/NIQ-04(e)/2026-27(3rd Call)

Date corrigendum for E-Tenders WB/PUR/JDB/PO/VB-G RAM G/NIQ-04(e)/2026-27(3rd Call) are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 02.00 PM of 18/11/2026 for 07 nos. GP.**

For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer &
Programme Officer (VB-G RAM G)
Joypur Development Block

জনশ্রুতিতে ডাকাতদের আরাধ্যা রঘুনাথপুরের তারাকালী আজও ঐতিহ্যের প্রতীক

রতন দে, বালুরঘাট, ২৯ অক্টোবর ঃ প্রতিষ্ঠার সাল অজানা। জানা যায়নি প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়ও। তবে জনশ্রুতি অনুযায়ী এক সময় জঙ্গলঘেরা রঘুনাথপুরে ডাকাতদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তারাকালী পুজো। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে দেবীর আরাধনা করতেন তাঁরা। সময়ের সঙ্গে বদলেছে এলাকার ছবি। বেড়েছে জনবসতি। এক সময়ের নির্জন এলাকার সেই পুজো এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। তবে আজও বজায় রয়েছে পুজোর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। খোলা আকাশের নীচে দেবীর বেদি বলি নিষিদ্ধ থাকার রীতি এবং পুজো শেষে আত্রেয়ী নদীতে প্রতিমা বিসর্জন এই পুজোকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী রঘুনাথপুরের পুরনো নাম ছিল বোলদাবাড়ি ইতিহাস গবেষক ও শিক্ষক ড. সমিত ঘোষের বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনেও এই পুজোর সঙ্গে ডাকাতদের যোগের কথা উঠে এসেছে। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী এক সময় এলাকাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই সময় ডাকাতেরা দেবীর পুজো শুরু করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তবে তাঁরা সত্যিই ডাকাত ছিলেন। নাকি ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবী বা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার কোনও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে পুজোর সূচনা ঘিরে এই কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়। রঘুনাথপুরের তারাকালীর প্রতিমাতেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। বাঘছাল পরিহিতা চতুর্ভুজা দেবীর চার হাতে থাকে বিভিন্ন উপকরণ। বৈষ্ণব রীতি মেনে নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়। এখানে বলিদানের কোনও প্রথা নেই। সারা বছর দেবীর নির্দিষ্ট বেদিটি থাকে খোলা আকাশের নীচে। দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজোর দিন বেদির উপরে তৈরি করা হয় অস্থায়ী খড়ের আচ্ছাদন। সাজানো হয় পুজোর মণ্ডপ। ওই দিন প্রতিমা এনে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। পুজো শেষে প্রতিমা বিসর্জনের রীতিও এই ঐতিহ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আকাশে তারা থাকতেই প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় আত্রেয়ী নদীর ঘাটে। সেখানেই সম্পন্ন হয় বিসর্জন। প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে নিশ্চিত তথ্য না থাকলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা আচার ও লোককথা এই পুজোর পরিচিতি বহন করছে। ডাকাতদের আরাধনা ঘিরে প্রচলিত কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা

অমীমাংসিত থাকলেও রঘুনাথপুরের তারাকালী পুজো আজও এলাকার ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

খড়গপুর ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.: সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৬/১৮ **তারিখ: ২৮.১০.২০২৬**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশনে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য ই-অকশন আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন- মেদিনীপুর-III, পাঁশকুড়া (দক্ষিণ/২) এবং মেদিনীপুর-I-এ দুই চাকার পার্কিংয়ের জন্য পার্কিং লট। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পার্কিংকেজিপি২৬-১৮, নিলামের তারিখ - ১২.১১.২০২৬, নিলাম শুরুর সময়: ১১:০০ টা এবং বন্ধের সময়: ১১:৫০ টা,** যা **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি নোট করার এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত ও সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-954) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার / খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have 10 made against the e-N.I.T No-WB/DKM/Admin/e-NIT-39/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-40/2026-27,WB/DKM/Admin/e-NIT-41/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-42/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-43/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-44/ 2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-45/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-46/2026-27 and Tender ID is- 2026_MAD_5076055_1, 2026_MAD_5076061_1, 2026_MAD_5076073_1, 2026_MAD_5076093_1, 2026_MAD_5076104_1, 2026_MAD_5076110_1. 2026_MAD_5076123_1 & 2026_MAD_5076133_1

Bid Submission closing date (Online) **05/11/2026** instated of **28/10/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **07/11/2026** instated of **30/10/2026** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

Notice Inviting E-Quotation

E-Tendering Notice No. WB/PUR/RNP-I/BDO/NIeT-12/2026-27 dt. 28/10/2027

Last date of Bid Submission:- 13.11.2026 upto 6.00 PM

Date of Opening of Bid:- 16.11.2026 at 10.00 AM

e-Tendering website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/- Block Development officer
Raghunathpur-I Development Block
Memo.70/ADV/ICA/PURU dt.29.10.26

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ কেবিন নং. ৬ ও ৭, গ্র্যান্ট লেন ৩য় তল, গনপতি চেম্বার, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদার পূর্ব, মুম্বই- ৪০০০১৪
CIN : L70101WB1982PLC034928 | admin@vira.in | +91 022 49696464

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ।

(প্রতি শেয়ার ইকুইটি সংক্রান্ত তথ্য ও অনুপাত ব্যতীত, অন্যান্য পরিমাণ লক্ষ এককে)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৬ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় *	--	--	--	--	--	--
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৪.	কর-পরবর্তী নিট লাভ /(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৫.	সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো						৩৩.০০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
	ক. মূল	(০.০২৩)	০.০৫৪	(০.০২৪)	০.০৩১	(০.০৩৩)	(০.০৬২)
	খ. মিশ্র	(০.০২৩)	০.০৫৪	(০.০২৪)	০.০৩১	(০.০৩৩)	(০.০৬২)

* কারবার থেকে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিঃদ্র ঃ
১. উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট www.cse. india.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.nihalindia.com এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
৩. SEBI (তালিকাভুক্তি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় অডিট / সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
প্রতীক জয়েশ বীর
সর্বক্ষণের পরিচালক
ডিআইএনঃ০০০৩৯৯৭৮

তারিখঃ ৩০ ।১০ ।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৯০, তারিখ ২৮.১০.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭১১, কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে (হল্ট স্টেশনগুলি ব্যতীত) বিভিন্ন স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম শেডের তলায় (অবিরাম আলোকিতকরণ) এবং অভ্যন্তর/ বাইরের এলাকাগুলিতে উচ্চ দীপ্তি সম্পন্ন এলইডি আলো দ্বারা বিদ্যমান পুরোনো স্বল্প দীপ্তির এলইডি আলোগুলি বৃদ্ধির ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৫০,৬১,৫৪২ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৩,০১,২০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬১৯-আর১, কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে সাবমার্সিবল সিউএজ পাম্প মোটরের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৪,০২,৭৩১ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,২৮,১০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৬৭৮-আর, কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে তারকেশ্বর, আজিমগঞ্জ-এ এবিএসএস-এর উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাম্প সহ কেন্দ্রীয় এফওবি (১২ মি. চওড়া)-র ব্যবস্থা এবং খাগড়াঘাট রোড স্টেসনে বিদ্যমান এফওবি-র সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫০,৫৩,৬৩০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,০১,১০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬১৪-আর১, কাজের নাম ঃ** ভিএসএস-এর অধীনে সকল স্টেশনে নজরদারির জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯২,৬৩,২১৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৮৫,৩০০ টাকা। **ক্র. নং ৫, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩৪-আর২, কাজের নাম ঃ** হাওড়াতে প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনগুলির ১০০টি স্থান/স্টেশনে/কেবিনগুলিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮৩,২১,৪২২ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৭,৬৬,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ৬, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৭২৫, কাজের নাম ঃ** ৩৬ মাসের জন্য প্রিন্টিং প্রেস, হাওড়াতে একটি ০২ টন ক্ষমতার ফ্রেট তথা প্যাসেঞ্জার লিফটের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৪৮,০৫৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১ থেকে ৫ প্রতিক্ষেত্রে ১৮০ দিন এবং ক্র. নং ৬-এর জন্য ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ০৯.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে, ক্র. নং ২-এর জন্য ১০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে এবং ক্র. নং ৩ থেকে ৬-এর প্রতিক্ষেত্রে ১৬.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-422/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

লো ইনসুলেশন/ডিফেকটিভ সিগন্যালিং ক্যাবল-এর প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নংঃ **SNT-10-LMG-2026-27-RT-1, তারিখঃ 27-10-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিএসটিই/লামডিং অধিক্ষেত্রে অধীনে লো ইনসুলেশন/ডিফেকটিভ সিগন্যালিং ক্যাবল-এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৬৬,২৮,৪৯৬.০৫ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৩,৩২,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the KANTABARI GRAM PANCHAYAT
Purusottampur, Agarda Onda, Bankura

Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) No of NieT on 29/10/2026 Vide NieTNo: 01/2026-27 Vide Memo No 553/15TH CFC/KGP Scheduled to be open on **17/11/2026 (at 12.30 PM)** and last date of Submission is on **13/11/2026 (Up to 12.00 PM)** for more details please visit on:-**https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় তল, থানাঃ ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫,
ফোনঃ ৮১০০৪৬৫৩২৫, ইমেইল আইডিঃ **bfmiltd@gmail.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.bfmind.com**
CIN : L65993WB1918PLC000947

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৬ (পরীক্ষিত)
I.	রাজস্ব থেকে আয়	--	--	--	--	--	--
II.	অন্যান্য আয়	৬.১৪	৯.৯৫	--	১৬.০৯	১২ .৬৭	৩২.৩৬
III.	মোট আয় (I+II)	৬.১৪	৯.৯৫	৯.৬৭	১৬.০৯	১২.৬৭	৩২.৩৬
IV.	ব্যয়						
	নির্মাণ কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সমাপ্ত পণ্য, প্রক্রিয়াধীন পণ্য এবং বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্যের পরিবর্তন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	কর্মচারী সুবিধা সংক্রান্ত ব্যয়	১.৯০	১.৮৯	২.৮৭	৩.৭৯	৫.৯২	৯.৫৭
	শেয়ার বিক্রয়জনিত লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	আর্থিক ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	অবচয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	অন্যান্য ব্যয়	০.৬৩	০.৫৭	১.১২	১.২০	১.২৩	৩.৫৪
	মোট ব্যয় (IV)	২.৫৩	২.৪৬	৩.৯৯	৪.৯৯	৭.১৫	১৩.১১
V.	লাভ / (ক্ষতি) কর-পূর্ব ব্যতিক্রমী আইটেম (III-IV)	৩.৬১	৭.৪৯	৫.৬৮	১১.১০	৫.৫২	১৯.২৫
VI.	ব্যতিক্রমী আইটেম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	--	০.০০
VII.	কর-পূর্ব লাভ /(ক্ষতি) (V-VI)	৩.৬১	৭.৪৯	৫.৬৮	১১.১০	৫.৫২	১৯.২৫
VIII.	কর ব্যয়						
	চলতি আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	স্থগিত কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
IX.	পূর্ববর্তী বছরগুলোর জন্য কর সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	লাভ / (ক্ষতি) অব্যাহত কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত সময়কালের (VII-VIII)	৩.৬১	৭.৪৯	৫.৬৮	১১.১০	৫.৫২	১৯.২৫
X.	লাভ/ (ক্ষতি) বন্ধ হতে যাওয়া কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
XI.	লাভ / (ক্ষতি) এই সময়ের জন্য (IX+X)	৩.৬১	৭.৪৯	৫.৬৮	১১.১০	৫.৫২	১৯.২৫
XII.	অন্যান্য সামগ্রিক আয়						
	ক. যে উপাদানগুলো পরবর্তীতে লাভ বা ক্ষতি পুনঃশ্রেণীবদ্ধ হবে না	(২,৬১৫.১২)	(৩,৪৭৭.৬৩)	(১,৪৯১.১১)	(৬,০৯২.৭৫)	(২৫৪.৮৬)	(৬,৪৫৮.৮৭)
	খ. যে উপাদানগুলো পরবর্তীতে লাভ বা ক্ষতি পুনঃশ্রেণীবদ্ধ হবে						
XIII.	সামগ্রিক আয় এই মেয়াদের জন্য (XI+XII)	(২,৬১১ ৫১)	(৩,৪৭০ ১৪)	(১.৪৮৫.৪৩)	(৬.০৮১.৬৫)	(২৪৯.৩৪)	(৬,৪৩৯.৬১)
	প্রতি ইকুইটি শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা						
	মূল	০.১২	০.২৫	১.৮৯	০.৩৭	১.৮৪	০.৬৪
	মিশ্র	০.১২	০.২৫	১.৮৯	০.৩৭	১.৮৪	০.৬৪

দ্রষ্টব্যঃ
১) কোম্পানির আর্থিক ফলাফলগুলো 'কোম্পানী (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫' (যা 'কোম্পানী (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (সংশোধনী) রুলস, ২০১৬' দ্বারা সংশোধিত) অনুযায়ী ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, এগুলো 'সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫'-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে।
২) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ওপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলো অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা উক্ত ফলাফলগুলোর ওপর একটি 'লিমিটেড রিভিউ রিপোর্ট' (সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন) প্রদান করেছেন।
৩) কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৭ থেকে 'কোম্পানী আইন, ২০১৩'-এর ১৩৩ নম্বর ধারা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধিনিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করেছে।
৪) বিলম্বিত করের সংস্থান হিসাববছরের শেষে করা হবে। বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রয়োজনে পূর্ববর্তী আর্থিক মেয়াদের পরিসংখ্যানগুলোকে পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৫) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটিমাত্র ব্যবসায়িক খাতের অন্তর্ভুক্ত, তাই ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড-১০৮ (অপারেটিং সেগমেন্ট বা পরিচালন খাত) অনুযায়ী তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা এখানে প্রযোজ্য নয়।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯ অক্টোবর, ২০২৬

বোর্ডের আদেশে
দেবেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সর্বক্ষণের পরিচালক
ডিআইএনঃ০৭০৫৮৪৭৩

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09 **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on **Thursday, October 29, 2026** has, *inter-alia* approved the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company, for the quarter and half year ended **September 30, 2026.**

The results, along with the Limited Review Report thereon, have been posted on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the stock exchange where the Company's shares are listed i.e., at www.bseindia.com. Also, it can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Chairperson and Director
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: October 29, 2026

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Central), Water Supply Department, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of Bid through **online**).

(1) NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/HPL/07/2026-27
Name of work : **Painting of GI tank and other ancillary works for distribution of filtered water at different festivals under HPL Unit of Water Supply Department**; Estimate Amount : ₹ **2,18,708.00**; Earnest Money : ₹ **4,375.00**; Time of Completion : **45 Days**; Last date and time of online submission of tender : **20.11.2026 at 5 pm.**

(2) NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/HPL/08/2026-27
Name of work : **Installation of dewatering arrangement on 1200mm diameter reserve main pipeline on Bagmari Road to facilitate the restoration of broken valve at Bagmari Booster Pumping Station in Ward No. 14**; Estimate Amount : ₹ **2,80,684.00**; Earnest Money : ₹ **5,615.00.**

(3) NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/HPL/09/2026-27
Name of work : **Restoration of 1200mm diameter broken valve at Bagmari Booster Pumping Station in Ward No. 14**; Estimate Amount : ₹ **4,01,400.00**; Earnest Money : ₹ **8,028.00.**

(4) NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/HPL/06/2026-27
Name of work : **Installation link connection of newly installed tube-well with pipeline at 67/5, Strand Bank Road near Mallick Ghat Pumping Station in Ward No. 45**; Estimate Amount : ₹ **1,52,337.00**; Earnest Money : ₹ **3,047.00**; Time of Completion : **05 Days (For Sl. No. 2 to 4)**; Last date and time of online submission of tender : **23.11.2026 at 5 pm (For Sl. No. 2 to 4)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4)**; Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 4).**

The **Executive Engineer (W/S) S.S. Unit, KMC** invites e-tender online system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-132/7/26-27/S8/76
Name of work : **Restoration of filter water pipeline and related works at 49.2 Pathak Para Road, 51 No. BLT Road, 54 Sagar Manna Road and other different locations in Ward No. 132, Br.-XIV**; Estimated Amount : ₹ **1,96,527.40**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **12 Days**; Last date of submission of bid : **19.11.2026 - 12 Noon;** Tender will be opened on : **21.11.2026 - 1 pm.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-132/8/26-27/S7/77
Name of work : **Restoration and cut and flush of filter water pipeline and related works at 10 Hari Sava Road, ODRC Quarters Block No. R/B, L/F near Rashon Shop and other different locations in Ward No. 132, Br.-XIV**; Estimated Amount : ₹ **1,32,956.49**; Earnest Money : ₹ **2,700.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date of submission of bid : **19.11.2026 - 12.30 pm;** Tender will be opened on : **21.11.2026 - 1.30 pm.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/16/26-27/D9/74
Name of work : **Repairing of damaged water supply mains, fittings and allied works near 8/9, 123, 167, 122, 154, 12/A, 120, 235/15, 143 Sodepur Brick Field Road, Green Park, Dhawan Colony etc. due to S&D's works in Ward No. 122, Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **2,79,227.37**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **19.11.2026 - 1.30 pm**; Tender will be opened on : **21.11.2026 - 2.30 pm.**

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/17/26-27/D1/75
Name of work : **Repairing of HSC, Ferrule, Fittings, Service Mains, Street Taps and allied works at M.L. Gupta bye lanes, Sodepur 2nd Lane etc. for execution of S&D's work in Ward No. 122, Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **2,75,362.40**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **45 Days**; Last date of submission of bid : **19.11.2026 - 1 pm**; Tender will be opened on : **21.11.2026 - 2 pm**; The bid forms and other details are available and from **29.10.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Director General (WS), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : WS/PRANTIK ESR/2026-27/01
Name of work : **Installation of new 300mm dia M.S. lifting line from prantik BPS to prantik 900cum capacity old ESR**; Estimated Cost of the Work : ₹ **4,92,997.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(2) NIT No. : WS/DSPBPS/26-27/07
Name of work : **Implementation of interlocking arrangement between bus coupler and incomers at HT panel with other related work at Daspara BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **4,06,615.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00.**

(3) NIT No. : WS/BNSBPS/26-27/07
Name of work : **Improvement of reliabilty by replacement of current transformers of HT switchgear of transformer Feeder-2 at Bansdroni BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **4,21,541.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00.**

(4) NIT No. : WS/GJKBPS/26-27/04
Name of work : **Supply and installation of HT spares and accessories of 11KV motor feeder panel No. 5 at G.J. Khan BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **3,83,864.00**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : WS/PBPS/26-27/03
Name of work : **Improvement the service life of the existing damaged pathway inside the Campus of Parnasree BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **4,63,486.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **25 Days.**

(6) NIT No. : WS/BBPS/26-27/01R (2nd Call)
Name of work : **Up-Keeping of station building and station Campus at Behala Boostert Pumping Station for Six Months**; Estimated Cost of the Work : ₹ **4,19,629.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Time and last date of receipt of tender (Online) : **14.11.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; Time and date of opening of tender (Online) : **17.11.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **31.10.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**. The bid forms and other details are available in the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The **Dy. C.E. (WS-II), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : WS/GBPS/26-27/05
Name of work : **Supply and installation of gear box at 900mm dia butter fly valve at inlet pipe line at Garfa BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **1,36,748.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **10 Days.**

(2) NIT No. : WS/KBPS/26-27/10
Name of work : **Improvement of reliability by servicing, alignment testing and EPOXY paint of 4 Nos. of 3750 Cu. M/HR 36.6M head pumps with suction and delivery line at Kalighat BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **2,77,717.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No. : WS/LBPS/26-27/01
Name of work : **Supply and installation of emergency auxiliary power backup system at Layalka, Ranikuthi and Golf Green BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **2,90,015.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **12 Days (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : WS/RBPS/M/2026-27/06
Name of work : **Rstoration of leakages on 900mm dia, 750mm and 600mm dia delivery outlet pipe line at Ranikuthi BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **2,76,365.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(5) NIT No. : WS/PBPS/M/2026-27/08
Name of work : **Repairing, Fitting and fixing of damaged 500mm dia butterfly valve with actuator and gearbox of HT pump delivery line No. 2 with allied works at Parnashree BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **1,91,841.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 4 & 5)**; Time and last date of receipt of tender (Online) : **14.11.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; Time and date of opening of tender (Online) : **17.11.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **31.10.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 5)**. The bid forms and other details are available in the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

655/26-27

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

অফবিট

সারাবছর ধরে টাপুরটুপুর...

গুজরাতের স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে নতুন আকর্ষণ ১২ একরের বৃষ্টিঅরণ্য

পি. ঘোষ

আকাশে মেঘের ঘনঘটা নেই, অথচ মাথার উপর টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে মিহি বৃষ্টির ফোঁটা! পায়ের নীচে দিগন্তবিস্তৃত গাঢ় সবুজ অরণ্য, আর আপনি হেঁটে চলেছেন শূন্যে ভাসমান এক কাচের সেতু দিয়ে। ভারতের বুকে কল্পনার মতো শোনালেও, পর্যটকদের জন্য ঠিক এমনই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুহূর্তকে সত্যি করে তুলল গুজরাতের একতা নগর। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মারক 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র প্রাঙ্গণে এবার ভারতের প্রথম আস্ত এক কৃত্রিম বৃষ্টিঅরণ্য বা 'রেইনফরেস্ট'। গুজরাত মানে যেখানে রুক্ষ প্রান্তর আর কড়া রোদের ছবি চোখে ভাসে, সেখানেই এবার পর্যটকদের জন্য বারো মাস বর্ষার জাদু নিয়ে হাজির হয়েছে এই নতুন আকর্ষণ। ১২ একর জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিশাল প্রাকৃতিক উদ্যান। পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১২ কোটি টাকা। গ্রীষ্ম বা শীত - যে ঋতুতেই যান না কেন, এই বৃষ্টিঅরণ্যে পা রাখলেই আপনাকে ছুঁয়ে যাবে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির আমেজ। এর জন্য আস্ত উদ্যান জুড়ে বসানো হয়েছে ২০টি বিশালাকার 'রেইন-গান টাওয়ার'। এই বিশেষ প্রযুক্তিচালিত টাওয়ারগুলি কৃত্রিমভাবে এমন এক ছন্দময় বৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে, যা একদম আসল বর্ষাকালের আমেজ এনে দেয়। শুধু বৃষ্টিই নয়, বৃষ্টিঅরণ্যের আনাচে-কানাচে রয়েছে বাবল ফাউন্টেন (বুদ্বুদ ফোয়ারা) এবং কলকল করে বয়ে চলা জলপ্রপাত। সবুজে ঘেরা এই অরণ্যটিকে ভারতের বৈচিত্র্যের প্রতীক হিসেবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা নানা ধরনের বিরল ও বৈচিত্র্যময় গাছপালা এখানে রোপণ করা হয়েছে, যা এই কৃত্রিম জঙ্গলকে দিয়েছে এক জীবন্ত এবং সতেজ রূপ। তবে কেবল বৃষ্টিতে ভেজা বা গাছপালার সবুজই নয়, এই বৃষ্টিঅরণ্যের সবচেয়ে ব। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এর বৃত্তাকার কাচের আকাশপথ বা 'সার্কুলার গ্লাস স্কাইওয়াক'। মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে তৈরি এই ঝুলন্ত সেতুটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে কোরিয়ান প্রযুক্তির বিশেষ ১৩২টি কাঁচের প্যানেল। প্রতিটি প্যানেল প্রায় ৩৫ মিলিমিটার পুরু ও অত্যন্ত মজবুত। এই স্বচ্ছ কাঁচের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পর্যটকদের মনে হবে যেন তাঁরা শূন্যে ভেসে আছেন। নীচে চোখ মেললেই দেখা যাবে সবুজে ঢাকা ঘন অরণ্যের প্যানোরামিক দৃশ্য। একদিকে গায়ে ঝরবে কৃত্রিম বৃষ্টির হালকা ঝাপটা, আর অন্যদিকে পায়ের নীচে কাচ ভেদ করে দেখা যাবে গভীর অরণ্য - এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ও শিহরণ জাগানো অনুভূতি তৈরি করবে এই সফর। ভারতের বুকে এই ধরনের সম্পূর্ণ পরিবেশ-বান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর পর্যটন উদ্যোগ এই প্রথম। স্ট্যাচু অফ ইউনিটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বমানের যে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, তাতে এই ১২ একরের বৃষ্টিঅরণ্য নিঃসন্দেহে এক নতুন পালক। শুধু তাই নয়, ইট-পাথরের ব্যস্ত জীবন থেকে একটুখানি স্বস্তি পেতে এই বৃষ্টিঅরণ্য হতেই পারে বৃষ্টিপ্রেমী ভ্রমণপিপাসুদের হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা।

সিবিআই নাকি রাজ্য?

...১ পাতার পর

বলেন যে, এই জাতীয় কোনও অভিযোগ তোলার বা ঘটার সম্ভাবনা অন্তত তাঁদের দিক থেকে থাকবে না। অন্যদিকে, ইডির পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু আদালতে তীব্র আপত্তি জানান। তিনি পাল্টা দাবি করেন, জল এখন অনেকদূর গড়িয়েছে। নতুন রাজ্য সরকার যদি স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বিষয়টি সিবিআই-এর কাছে পাঠায়, তাহলেও 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার' অভিযোগ তুলে বিষয়টিকে জটিল করে তোলার চেষ্টা করা হবে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আরও উল্লেখ করেন যে, এই স্পর্শকাতর মামলায় তৎকালীন একাধিক হেভিওয়েট ও শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্তাদের নামও অভিযুক্ত তালিকায় রয়েছে। তাঁদের মতো প্রভাবশালী প্রশাসনিক পদের ব্যক্তিরা এই মামলায় জড়িয়ে থাকায়, রাজ্য স্তরের তদন্ত প্রক্রিয়াকে সরাসরি প্রভাবিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা ও সুযোগ তাঁদের থাকবে। তাই পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষতা ও সত্য উন্মোচনের স্বার্থে আদালতের হস্তক্ষেপে সরাসরি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই ঘটনায় মমতার পাশাপাশি তদানীন্তন রাজ্য পুলিশ প্রধান রাজীব কুমার, তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা এবং দক্ষিণ কলকাতার তদানীন্তন ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। প্রসঙ্গত, এই মামলায় আগে তদন্তকারী সংস্থা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের উপরেই ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু আদালতের এই প্রস্তাবে আপত্তি তুলে ইডির আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসবি রাজু জানান, তিনি মামলার মূল আইনি বিষয় নিয়ে শুনানি চান। তাঁর বক্তব্য, কোনও কর্মরত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ উঠলে সেই ঘটনার তদন্ত রাজ্য পুলিশ করবে, নাকি সিবিআই করবে-এই প্রশ্নটি সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে মামলায় তদন্তের ব্যাটন কার হাতে যাবে, তা শীর্ষ আদালতেরই শুনানি করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও। আজ দু'পক্ষের আইনজীবীদের দীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ সওয়াল-জবাব শোনার পর রাজ্যের নতুন সরকারের হাতে তদন্তের ব্যাটন ছেড়ে দেওয়া হবে, নাকি মামলাটির ভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে শীর্ষ আদালত আপাতত রায়দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভোটাধিকার কেড়ে নিলে চুপ থাকা যায় না

...১ পাতার পর

রক্ষার এই লড়াইয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, মহিলা, শ্রমিক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন মমতা। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে ভোটের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে চুপ করে বসে থাকা যায় না। মমতার বার্তার মূল সুর, ভোটাধিকার বিপন্ন হলে প্রতিবাদ করতেই হবে। তাঁর কথায়, ''ভোট যখন বিপদের মুখে, তখন নীরব থাকার কোনও বিকল্প নেই।'' গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার জন্য সবাইকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। আগামী ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিরোধী শিবিরের অবস্থান আরও স্পষ্ট হতে পারে। ভোটার তালিকা সংশোধন, ইভিএমের ভূমিকা এবং ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ আগেও সামনে এসেছে। এবার সেই বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার বার্তা দিতে চাইছে বিরোধী জোট। মমতার আহ্বান, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সংবিধান বাঁচাতে সবাইকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

মা-বোনেদের সুরক্ষায় পুলিশকে খোলা হাত

...১ পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু অপরাধ অনেকাংশেই কম ছিল। জমানার সঙ্গে দর্শন বদলে কি বাংলা অপরাধমুক্ত রাজ্য হয়ে উঠবে? অপরাধীরা অপরাধ করার আগে দশবার ভাববে? নাকি, উত্তরের ইঙ্গিতবাহী হবে উত্তরপ্রদেশই, সেটা সময়ই বলবে। এদিন রায়গঞ্জের মাটিতে এআইআইএমএস গড়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। গত এপ্রিলে উত্তরবঙ্গে ভোটপ্রচারে এসে এআইআইএমএস গড়ার প্রতিশ্রুতি-সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভোটে জয়ের পরে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''২০০৯ সাল থেকে বিজেপি-কে পাহাড়-সহ উত্তরবঙ্গ জায়গা দিয়েছে। এ বার উন্নয়নের মাধ্যমে সেই ঋণ শোধ করব।'' সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের ধাপ হিসেবেই বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের প্রশাসনিক সভা থেকে এআইআইএমএস গড়ার ঘোষণা করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের মানুষের সুবিধার্থে জলপাইগুড়িতেই সম্পূর্ণ ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ার ঘোষণাও করেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''কেন্দ্রের কাছে এআইআইএমএস-এর প্রস্তাব পাঠানো হবে। সব কাজ হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিকনগরে ভূমি পুজো অনুষ্ঠানে আসব।''

জলপাইগুড়ির মানুষ যাতে নিরাশ না হন তাঁর জন্য ক্যান্সার হাসপাতালের কথা ঘোষণা করেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ''হাসপাতালগুলোকে ঢেলে সাজাব। জলপাইগুড়িকে নিরাশ করব না। ওখানে পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি হবে।''

উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই একাধিক ট্রমা অ্যাম্বুল্যান্স, প্যাথলজি সেন্টার, প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি থেকে অমৃত যোজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এ দিনের সভা থেকে পুলিশকে অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ও পার বাংলা থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সিএএ-তে শুনানি করে দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ারও নির্দেশ দেন। এই কাজের জন্য আগামী ৩০ নভেম্বর সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''শরনার্থীদের সিএএ সার্টিফিকেট দেবো।

জেলাশাসককে বলে গেলাম, যে ৯ হাজার অ্যাপ্লিকেশন আছে, যাঁদের কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে জামাতিরা তাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদেরকে আমরা সিএএ'তে নাগরিকত্ব দেবো।'' এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের নাম করে শুভেন্দু বলেন, ''সিএএতে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য আয়রন ম্যান দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এখন আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শুনানি শেষ করতে হবে। একটাও বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থী যেন রায়গঞ্জের জেলে না থাকে।''

পুলিশে এক লপ্তে প্রায় ৬ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ!

...১ পাতার পর

সংখ্যা ৪৩০। তবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা আবেদন গ্রহণের দিনক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে নির্দেশিকায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শুভেন্দু সরকার। একদিকে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অন্যদিকে স্থবির হয়ে থাকা নিয়োগ পরীক্ষাগুলিতেও গতি আনা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সরকারি দফতরে মোট ১৪ হাজার ৪৫৪টি নিয়োগে ক্যাবিনেটের অনুমোদন মিলেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এ বার ১ লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি পূরণে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য। কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''চাকরি ও কর্মসংস্থান নিয়ে রাজ্যবাসীর বিরাট প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। পূর্বতন সরকার চাকরি চুরি করেছিল এবং ওবিসি তালিকায় কারচুপি করে পুরো প্রক্রিয়াটি ঝুলিয়ে রেখেছিল। আমরা সেই আইনি ও প্রশাসনিক জট কাটিয়ে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছি।'' ইতিমধ্যেই ১২ হাজার কনস্টেবল নিয়োগ সম্পন্ন হওয়া এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর থমকে থাকা পরীক্ষাগুলি ফের সচল হওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি আশ্বস্ত করেন, ''চলতি অর্থবর্ষেই আমরা কথা অনুযায়ী ধাপে ধাপে ১ লক্ষ চাকরি দেব এবং যোগ্য প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেব। আগের সরকার ক্ষমতায় থাকলে এই জট কোনওদিনই কাটত না। আমরা সেই সমস্যা দূর করে দ্রুততার সঙ্গে নিয়োগ সুনিশ্চিত করছি।''

বাংলায় লগ্নিতে আগ্রহী বেদান্ত

...১ পাতার পর

হতে পারে। আগরওয়ালের বক্তব্য, অ্যালুমিনিয়ামকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নানা পণ্য তৈরির উদ্যোগ নিতে পারবেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁর মতে, বড় শিল্পের সঙ্গে সরবরাহকারী সংস্থা ও ছোট উদ্যোগের যোগসূত্র তৈরি হলে কর্মসংস্থানের পরিসরও বাড়বে। বুধবার কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এবং তার ইয়ং লিডার্স ফোরামের অনুষ্ঠানেও বাংলার শিল্পসম্ভাবনার কথা বলেছেন বেদান্তা চেয়ারম্যান। দক্ষ কর্মী, মেধাসম্পদ এবং শিল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্যকে রাজ্যের বড় শক্তি হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। বিনিয়োগ, উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগাতে সরকারের সঙ্গে শিল্পমহলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। কলকাতার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেছেন অনিল। জন্ম পাটনায় হলেও তাঁর পরিবারের একাধিক প্রজন্মের বাস ছিল বড়বাজারে। তুলাপট্টির দোকানের পাশাপাশি উঠে এসেছে জৈন বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনার স্মৃতি। বাংলায় বিনিয়োগের আগ্রহের সঙ্গে সেই ব্যক্তিগত টানের কথাও বলেছেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় শুভেন্দুর বক্তৃতার প্রশংসাও করেছেন আগরওয়াল। মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, লন্ডনে শিল্পপতি ও অনাবাসী ভারতীয়দের কোনও সভায় তাঁর বক্তব্য শুনতে চান তিনি। তবে এ নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সফরসূচির কথা জানা যায়নি। ব্যবসার বিস্তারের নিরিখেও বেদান্তার আগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ, লোহা-ইস্পাত এবং তামা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসা রয়েছে গোষ্ঠীর। তার অন্যতম প্রধান সংস্থা বেদান্তা লিমিটেডের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজস্ব ছিল ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৫ কোটি টাকা, আগের বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। আইসিসির অনুষ্ঠানে আগামী দু'বছরে গোষ্ঠীর মুনাফা ২ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যের কথাও বলেছেন আগরওয়াল। প্রাকৃতিক সম্পদে আমদানিনির্ভরতা কমানো এবং দেশে উৎপাদিত ধাতু থেকে আরও বেশি মূল্যযুক্ত পণ্য তৈরির উপর জোর দিয়েছেন তিনি। টেলিভিশন, মোবাইল ও গাড়ির ড্যাশবোর্ডে ব্যবহৃত বিশেষ কাচ তৈরির সম্ভাবনার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগের প্রয়োজনও তুলে ধরেছেন। সংগঠনে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ৩৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের কথাও বলেছেন বেদান্তা চেয়ারম্যান। এখন নজর থাকবে আসানসোলের প্রস্তাব কত দ্রুত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, জমি-পরিকাঠামো ও অনুমোদনের ধাপ পেরোয়, সে দিকে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে কর্মসংস্থানের যে লক্ষ্য উঠে এসেছে, তার বাস্তব রূপ নির্ভর করবে সেই অগ্রগতির উপর।

ভোটে কোনও বাধা নেই

...১ পাতার পর

এও প্রশ্ন ছিল, ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলার পর এখন কেন আদালতের দ্বারস্থ হলেন মামলাকারী। এর উত্তরে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পরেই

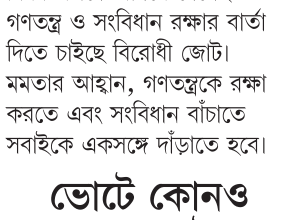

তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, গোটা প্রক্রিয়াটি যুক্তিহীন এবং পুরসভার প্রশাসকের ডিলিমিটেশন নিয়ে পদক্ষেপ করার কোনও আইনি অধিকার নেই। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডের জন্য সম্ভাব্য বুথ সংখ্যা ৪ হাজার ৭১১টি। মোট ভোট কর্মী প্রয়োজন প্রায় ২২ হাজার ৬০০ জন। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু করতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, এই পুর নির্বাচনে ইভিএমে 'নোটা' নামক বাটন থাকছে না।

ভুটানের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মেটাতে তৎপর চিন, 'চিকেন নেকের' সুরক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে দিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ দুই দেশের মধ্যে সরকারিভাবে এখনও কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। নেই একে অপরের দেশে দূতাবাস। তবু ভুটানের সঙ্গে চিন দ্রুত সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিতে অতি তৎপর হয়ে উঠেছে বলে নয়াদিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের কাছে খবর। সম্প্রতি বেজিংয়ে ভুটানি প্রতিনিধিদের সঙ্গে চিনের শীর্ষ কর্তাদের দীর্ঘ বৈঠক এবং আলোচনা শেষে যৌথ বিবৃতির বক্তব্য নয়া দিল্লিকে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। অরুণাচল প্রদেশে ভারত ভূখণ্ডে চিনের অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে তখন থিম্পু ও বেইজিং এর মধ্যে সদ্য অনুষ্ঠিত সীমান্ত সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক নয়া মাত্রা পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন চিন যদি ভুটানের সঙ্গে ডোকলাম মালভূমি নিয়ে বিরোধের নিস্পত্তি করে ফেলে তাহলে চিকেন নেকের অনেক কাছাকাছি চলে আসার সুযোগ পেয়ে যাবে চিনা সেনা। ডোকলাম মালভূমির অন্যতম দাবিদার ভারতও। তাৎপর্যপূর্ণ হল নয়াদিল্লিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ভুটান সরকার চিনের সঙ্গে সমস্যা মেটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। বেজিংয়ে চিন ও ভুটানের ১৬ তম সীমান্ত বৈঠক শেষে দুই দেশের তরফে প্রচারিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ''সীমন্ত বিরোধ মীমাংসায় তিন-ধাপের রোডম্যাপ' বিষয়ক ২০২১ সালের দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক মেনে দুই দেশ আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবে। বলা হয়েছে, বৈঠকে 'বন্ধুত্বপূর্ণ, খোলামেলা ও গঠনমূলক আলোচনা' হয়েছে।'' সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে আরও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসায় কারিগরি টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জানা যাচ্ছে

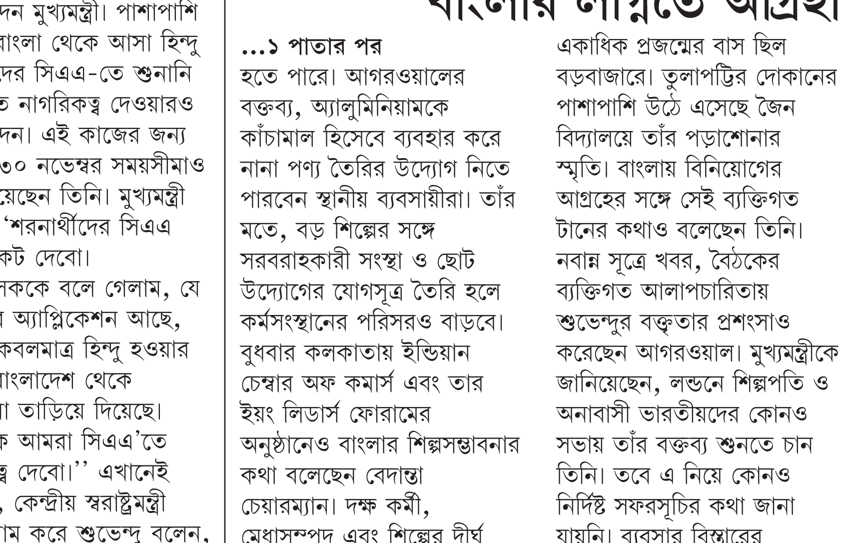

সীমান্ত কেন্দ্রিক এইসব আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চিন ও ভুটান কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেও অগ্রসর হচ্ছে। দুই দেশ একে অপরের রাজধানীতে দূতাবাস চালু করতে তৎপর হয়েছে। চিন ও ভুটানের মধ্যে প্রায় ৭৬৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। যার মধ্যে ২৬৯ বর্গ কিলোমিটার পশ্চিম ভুটান এবং ৪৯৫ বর্গ কিলোমিটার উত্তর-মধ্য ভুটানে অবস্থিত। ২০২০ সালে চিন পূর্ব ভুটানের সাকতেং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকেও নিজেদের বলে দাবি করে। ভূটান পাত্রপাঠ তা হ্যারিচ করলেও এরপর আর আলোচনা এগয়নি। কারণ ডোকলাম মালভূমিকে ভারতের অংশ দাবি করার পর চিনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। নয়াদিল্লির আশঙ্কা বেইজিং ও থিম্ফুর মধ্যে সীমান্ত আলোচনা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে ভুটান পশ্চিম প্রান্তের ডোকলাম মালভূমির ওপর তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে পারে। বিনিময়ে উত্তর ও মধ্যভাগে চিন কিছু অংশ ভুটানের বলে মেনে নেবে। ভারতের নিরাপত্তা আধিকারিকদের আশঙ্কার কারণ ডোকলামের ওপর চিনের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে চিকেন নেক নিয়ে ভারতকে চাপে রাখা আরও সহজ হয়ে যাবে বেজিংয়ের পক্ষে। সামরিক কৌশলগতভাবে এগিয়ে যাবে চিন। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের উপর।

CHANGE OF NAME

I, Shiba Ray (Old Name) S/o Late Bhabani Roy Residing at 116/A/1, Muchipara Lane, Kanchrapara, District - North 24 Parganas, Pin - 743145, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shiba Ray (Old Name) to Shiba Roy (New Name) and henceforth I shall be known as Shiba Roy (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 18 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 29-10-2026. Shiba Roy (New Name) and Shiba Ray (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mintu Lal Bhadra (Old Name) S/o Narayan Chandra Bhadra Residing at Sukanta Nagar, Dharampur P.o - Rabindranagar, Chinsurah, District - Hooghly, Pin - 712103, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Mintu Lal Bhadra (Old Name) to Mintu Bhadra (New Name) and henceforth I shall be known as Mintu Bhadra (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 17 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 29-10-2026. Mintu Bhadra (New Name) and Mintu Lal Bhadra (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kawser Ali Sekh (Old Name) S/o Achham Ali Sheikh Residing at Vill - Nazra, Mokami Para, District - South 24 Parganas, Pin - 743375, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kawser Ali Sekh (Old Name) to Md Kawser Ali Sheikh (New Name) and henceforth I shall be known as Md Kawser Ali Sheikh (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 20 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 29-10-2026 Md Kawser Ali Sheikh (New Name) and Kawser Ali Sekh (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anita Halder (Old Name) W/o Subrata Halder Residing at 38 J/5,Maharaja Tagore Road, Dhakuria, Kolkata, Pin - 700031, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Anita Halder (Old Name after marriage) and Anita Barman (before marriage)to Anita Halder Barman (New Name) and henceforth I shall be known as Anita Halder Barman (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 28-10-2026. Anita Halder Barman (New Name) and Anita Halder (Old Name)/ Anita Barman (maiden name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Provati Biswas (Old Name) W/o Mahadev Mondal Residing at Talbanda South, District - North 24 Parganas, Pin - 700110, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Provati Biswas (Old Name) to Provati Mondal (New Name) and henceforth I shall be known as Provati Mondal (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 19 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 29-10-2026. Provati Mondal (New Name) and Provati Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mojibar Rahaman (Old Name) S/O–Abed Ali residing at Nabinagar Madrasah Para , Nabibagar , Kaliachak , Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Mojibar Rahaman to Majibar Rahaman and henceforth I shall be known as Majibar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 29/10/2026 . My name Majibar Rahaman & Md Mojibar Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Indrajit Mandal (Old Name) S/O–Lakkhan Chandra Mondal residing at Nashirerpara , Hogalbaria , Nadia , West Bengal 741122 do hereby declared that I have changed my name from Indrajit Mandal to Indrajit Mondal and henceforth I shall be known as Indrajit Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 29/10/2026 . My name Indrajit Mondal & Indrajit Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ladxman Chandra Mondal & Lakhsman Mondal (Old Name) S/O–Rasik Mandal residing at Nashirerpara , Hogalbaria , Nadia , West Bengal 741122 do hereby declared that I have changed my name from Ladxman Chandra Mondal & Lakhsman Mondal to Lakkhan Chandra Mondal and henceforth I shall be known as Lakkhan Chandra Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 29/10/2026 . My name Lakkhan Chandra Mondal & Ladxman Chandra Mondal & Lakhsman Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Azad Sk (Old Name) S/O–Idrish Sk residing at Vill-Hikampur , PO-Muktinagar , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Azad Sk to Ajad Sk and henceforth I shall be known as Ajad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 29/10/2026 . My name Ajad Sk & Azad Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ashis Chowdhury (Old Name) S/O–Kamalesh Chowdhury residing at College Para , Katwa , Barddhaman , West Bengal 713130 do hereby declared that I have changed my name from Ashis Chowdhury to Ashis Choudhury and henceforth I shall be known as Ashis Choudhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 29/10/2026 . My name Ashis Choudhury & Ashis Chowdhury both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohasen Ali (Old Name) S/O–Hajijeheli Mandal residing at Syedpur , Nashipur Balagachi , Ranitala , Murshidabad , West Bengal 742135 do hereby declared that I have changed my name from Mohasen Ali to Mahasin Ali and henceforth I shall be known as Mahasin Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 29/10/2026 . My name Mahasin Ali & Mohasen Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUMITRA ROY(old name) W/O- KASHI NATH(Old Name) resident of Vill.-Barawa, P.O.-Barawa Mahesh, P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713146 have changed my name and shall be known as JANGLI ROY (New Name) W/o KASINATH ROY(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 29/10/2026. SUMITRA ROY(old name) W/O- KASHI NATH(Old Name) and JANGLI ROY (New Name) W/o KASINATH ROY(New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SEUNTI GHOSH, W/o Partha Mitra, residing at Tarabag, Rajbati, Burdwan Sadar, Purba Bardhaman-713104, declare that my name is recorded as SEUNTI GHOSH in Aadhaar, Voter ID & PAN card, but as SMT SEUNTI MITRA in CESC Electric Bill (Cust. ID: 63000832573). SEUNTI GHOSH & SMT SEUNTI MITRA refer to the same identical person, vide Affidavit No 44978 sworn before Executive Magistrate, Purba Bardhaman on 29/10/2026.

CHANGE OF NAME

I, Sk Ali Mohammad S/O- Late Sk Golam Ahiya, residing at Vill-Badulia, P.O.-Sagrai, P.S.-Khandaghosh, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713424 do hereby solemnly affirm & declare my actual name Sk Ali Mohammad instead of Sk Ali Mahammad, my wife's actual name Mamataj Begam instead of Momtaj and my daughter's actual name Sarika Khatun instead of Sarika Khatoon, Vide Affidavit Dated 29/10/2026 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman. That Sk Ali Mohammad and Sk Ali Mahammad both are same and one identical person. Mamataj Begam and Momtaj both are same and one identical person. Sarika Khatun and Sarika Khatoon both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mangali Soren(old name) W/O-Rakhahari Soren resident of Vill.-Jalahari, P.O.-Manihara, P.S.-Chhatna, Dist.-Bankura, Pin-723168 have changed my name and shall be known as Sadhmani Soren (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 4006 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bankura on 10/07/2026. Mangali Soren(Old Name) and Sadhmani Soren(New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি ABU BAKKAR SEKH S/O - ZABBAR SEKH ঠিকানা Margram, Godam Para, P.O. P.S. Margram, Dist.- Birbhum, Pin-731202, W.B. I Judicial executive magistrate Rampurhat এর Affidavit দ্বারা ABU BAKKAR S/O - ZABBAR SEKH নামে পরিচিত হলাম, Affidavit No.-. 29443 dated 261020261 ABU BAKKAR SEKH S/O - ZABBAR SEKH and ABU BAKKAR SO - ZABBAR SEKH একই ব্যাক্তি।

CHANGE OF NAME

BISWAJIT TARAFDER (OLD NAME) S/o BARUN KUMER TARAFDER RASSIDING AT VILL. SAHEB KACHARI PARA PO+PS BALURGHAT DT. DAKSHIN DINAJPUR, WEST BENGAL, DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME BISWAJIT TARAFDER (OLD NAME) S/O BARUN KUMER TARAPDER AND HENCE FORTH WE SHALL BE KNOWN AS BISWAJIT TARAFDAR (NEW NAME) S/O BARUN KUMER TARAFDER IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE AT 1ST CLASS AT DAKSHIN DINAJPUR AT BALURGHAT DATED 12.10.26. AFFIDAVIT NO 19428, BISWAJIT TARAFDER (OLD NAME) S/O BARUN KUMER TARAFDER AND BISWAJIT TARAFDAR (NEW NAME) S/O BARUN KUMER TARAFDER BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

গরুমারা-চাপরামারিতে পর্যটকদের জন্য নতুন ব্যবস্থা বন দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর ঃ ডুয়ার্সে ভ্রমণে এসে আর কোনও পর্যটককেই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না। পুজো পরবর্তী মরশুমে ডুয়ার্স ঘুরতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের জন্য এক বিরাট সুখবর শোনাল বন দফতর। গরুমারা কিংবা চাপরামারি জঙ্গল দেখার জন্য এতদিন পর্যটকদের কেবল অনলাইনের ওপর নির্ভর করে থাকতে হতো। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে এবার অনলাইনের পাশাপাশি সরাসরি কাউন্টার থেকে অফলাইনেও জঙ্গল সাফারির টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করল বন দফতর। এতদিন পর্যন্ত গরুমারা, চাপরামারি এবং রামসাইয়ের মতো জনপ্রিয় বনাঞ্চলে প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ছিল। এর ফলে প্রযুক্তিগত জটিলতা কিংবা আগে থেকে টিকিট বুকিং করতে না পেরে বহু পর্যটককে জঙ্গলের গেট থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হতো। ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ না পেয়ে বাইরে থেকেই ডুয়ার্সের সৌন্দর্য উপভোগ করে মন ভরাতে হতো তাঁদের। পর্যটকদের এই নিত্যদিনের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখেই বন দফতর এই যুগপৎ ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। গরুমারা ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন, পর্যটকদের সুবিধার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুজোর ছুটির পর থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। নির্ধারিত প্রবেশমূল্য ধার্য থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণপ্রেমীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। তবে স্পষ্ট বুকিংয়ের সুবিধা না থাকায় এতদিন অনেকেই বিভিন্ন বিপাকে পড়ছিলেন। বন দফতরের এই সময়োপযোগী ঘোষণায় সাধারণ পর্যটকদের পাশাপাশি দারুণ খুশি স্থানীয় গাড়িচালক এবং ট্যুর অপারেটররাও। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, অনেকে হুট করে বা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই ডুয়ার্স বেড়াতে চলে আসেন। অনলাইনের স্লট শেষ হয়ে গেলে অনেক পর্যটককে ফিরিয়ে দিতে হতো, যা স্থানীয় ব্যবসাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলত। অফলাইন কাউন্টার খোলায় সেই জটিলতা এবার চিরতরে দূর হলো। এরই পাশাপাশি মূর্তির রাস্তা নতুন করে সচল হওয়ায় ডুয়ার্স ভ্রমণের আনন্দ এখন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। শীতের মরশুমের ঠিক প্রাক্কালে বন দফতরের এই পদক্ষেপে দারুণ খুশি পর্যটকরা। এখন আর আগাম বুকিংয়ের অনিশ্চয়তা বা টেনশন নিয়ে নয়, পর্যটকরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে ডুয়ার্সের সবুজ জঙ্গলে পাড়ি জমাতে পারবেন এবং ছুটির দিনগুলো উপভোগ করতে পারবেন।

খাড়গের মন্তব্যের প্রতিবাদে মন্তেশ্বরে বিজেপির মিছিল, দাহ কুশপুত্তলিকা

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৯ অক্টোবর ঃ কংগ্রেস সভাপতি

মল্লিকার্জুন খাড়গের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে করা বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বিক্ষোভ মিছিল করল বিজেপি। মন্তেশ্বরের বিধায়ক সৈকত পাঁজার নেতৃত্বে মালম্বা বাজারে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কুশপুত্তলিকা দাহ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এই কর্মসূচিতে মন্তেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতি, বিজেপির নেতৃত্ব এবং কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খাড়গের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিধায়ক সৈকত পাঁজা বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে একজন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য কখনওই প্রত্যাশিত নয়। তিনি আরও বলেন, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থানের অবনমন স্পষ্ট হয়েছে। দেশজুড়ে কংগ্রেসের জনসমর্থন কমে যাওয়ার হতাশা থেকেই এই ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, বিহারের পটনায় এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করতে গিয়ে খাড়গের করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব ওই মন্তব্যকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অবমাননাকর বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। মন্তেশ্বরের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত মণ্ডলের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাদের উপস্থিতি এবং সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান বিধায়ক সৈকত পাঁজা।

যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কামাখ্যা রেল স্টেশনে আপগ্রেডেড সুযোগ-সুবিধার উদ্বোধন

মালিগাঁও, ২৯ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে উন্নত সুযোগ-সুবিধার উদ্বোধন করেন যা যাত্রী-সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্টেশনের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার পথে একটি

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে স্টেশন ভবন, প্ল্যাটফর্ম, সংরক্ষিত লাউঞ্জ, কনকোর্স, সার্কোলেটিং এরিয়া, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, যাতায়াত সহজতর করা এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করা। উন্নয়নমূলক কাজের অধীনে, যানবাহনের চলাচল সহজতর করতে এবং ব্যস্ত সময়ে যানজট কমাতে আলাদা ট্রাফিক লেন, ছাদযুক্ত পিক-আপ এবং ড্রপ-অফ পোর্টিকো ও দুই লেনের একটি বহির্গমন পথ তৈরি করা হয়েছে। রিজার্ভ লাউঞ্জটিকে উন্নত অভ্যন্তরীণ সজ্জা, আলোকসজ্জা, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আসবাবপত্র, শৌচাগার ও প্যান্ট্রি সুবিধার মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, এবং এর পাশাপাশি আসন সংখ্যাও দ্বিগুণ করা হয়েছে। যাত্রীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং ভ্রমণ-সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম, উন্নত ঘোষণা ব্যবস্থা এবং ওয়াই-ফাই সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মটিকে উন্নত ফ্লোরিং ও কোপিং, রঙিন-লেপযুক্ত নতুন রুফিং শিট এবং বৃষ্টির জল কার্যকরভাবে নিষ্কাশনের জন্য প্রশস্ত নর্দমা দিয়ে উন্নত করা হয়েছে। ফুট ওভারব্রিজ এবং প্ল্যাটফর্ম শেল্টারের মধ্যে আগে উন্মুক্ত থাকা জায়গাগুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে আরও ভালো সুরক্ষা পাওয়া যায়। যাত্রীদের বসার ক্ষমতা ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ৩৬০ করা হয়েছে পাশাপাশি দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের দুটি বুথ এবং অন্যান্য যাত্রীদের জন্য পাঁচটি অতিরিক্ত বুথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলাদা কেবল ডাক্টস-এর ব্যবস্থা এবং পুরোনো, ক্ষতিগ্রস্ত জল সরবরাহ পাইপলাইনগুলিকে বদলে এগুলির জায়গায় কনসেলড পাইপিং স্থাপন করা ফলে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতাকে আরও উন্নত করে। এছাড়াও, একটি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন ও কোচিং ডিপোর সংযোগকারী রাস্তাটিকে প্রশস্ত করে দুই লেনের রাস্তায় রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ বহনকারী ভারী যানবাহনের প্রবেশ উন্নত হয়েছে পাশাপাশি এটি যানবাহন চলাচলকে আরও নির্বিঘ্ন ও সুরক্ষিত করে তুলেছে, যানজট কমিয়েছে এবং ডিপোর কাজ আরও কার্যকর করতে সহায়তা করেছে। এই বিকাশমূলক কাজগুলি যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান, প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি এবং রেলওয়ে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। উন্নত সুযোগ- সুবিধাগুলি কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক, সুবিধাজনক ও যাত্রীবান্ধব অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কাজল শেখের বাড়িতে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ অক্টোবর ঃ বীরভূমের নানুরের পাপুরি গ্রামে বিধায়ক কাজল শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে বীরভূম পুলিশ। পাশাপাশি তাঁর ভাইপো ফিলিপ শেখের বাড়িতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল কালীঘাটে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পরই আজ সকালে নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহারের অভিযোগ করেন কাজল শেখ। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাজল শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। যদিও বীরভূম পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়নি কেন কাজল শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এবং তাঁর ভাইপোর বাড়িতেও কেন পুলিশ মোতায়েন হয়েছে তা এখনও জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, জানা গেছে তাঁর ভাইপোর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কাজল শেখ জানান, যেহেতু তিনি কলকাতায়। তাই গ্রামে ফিরে তিনি এই বিষয়ে কথা বলবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহ. মুক্তার কুরাইশি, পিতা- মহ. নিসার কুরাইশি, ২০২৫ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৮৮৮নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৩৭৭৯/২০২৫নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (সেখ গিয়াসউদ্দিন) দলিল দ্বারা মৌজা- পায়রাটুঙ্গি (৩৭), হাল-৩৩৬, ৩৪৩/১, ৩৪৪, ৬৫০নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল-১২১১নং, দাগে মোট ২.৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অনুপ মন্ডল, পিতা- অরবিন্দ মন্ডল, ২০২৫ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১০৩নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ১২৫৯/২০২৫নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (শুভঙ্কর দাস) দলিল দ্বারা মৌজা- রাঘবপুর (৩৫), হাল-২০, ৮৩০নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল-১৪০নং, দাগে মোট ২.০৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী
অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আব্দুল মহিম মণ্ডল, পিতা- আব্দুল সালাম মন্ডল, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০০৭নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০৩৪/২০১৮, ৪০৬৪/২০২০নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (লক্ষিকান্ত খাঁড়া) দলিল দ্বারা মৌজা- কোলড়া (২০), হাল- ৩৫০৩নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল-২০, ২১নং, দাগে মোট ৫.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হাসান মহঃ সরদার পিতা- হাজী মনিরুদ্দিন সরদার ২০১৯ সালে 050103672/2019 নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে D.S.R.-১ হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রেতা ১) আনোয়ারা বেগম, পিতা-মরহুম আব্দুর রহমান মোল্লা পক্ষে ইংরাজি 06/12/2018 তারিখে IV 050800141/2018 নং আমোক্তারনামা পত্র দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমোক্তার সেখ সানোয়ার আলি, পিতা মরহুম সেখ আব্দুল রেজাক,সাং- ভূপতিপুর, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে জেলা- হাওড়া থানা- জগৎবল্লভপুর এলাকাধীন মৌজা- বামুনপাড়া,জে.এল.নং-০১৬, সাবেক ও হাল ২৮৫ নং দাগে মোট তিনটি খতিয়ানে ৫১ শতক শালি সম্পত্তি খরিদ করিয়া জে.বি.পুর (মুন্সিরহাট) B.L & L.R.O. অফিসে মিউটেশন কেস দাখিল করিয়াছেন। এ বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি সমষ্টি অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইং 10/11/09 তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি হাওড়া-1 অফিসে বুক নং 4,সিডি ভল্যুম নং 3, দলিল নং 1605 আমোক্তারনামা দলিল মূলে সাং- নবাসন, পোস্ট- মুন্সিরহাট, থানা- জে.বি.পুর, জেলা- হাওড়া নিবাসী শ্রীমতি আরতি ঘোষ স্বামী- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়াকে উক্ত নবাসন মৌজা,J.L.নং 19, L.R. দাগ নং 361,L.R. খতিয়ান-262 পরিমাণ বা শতক 0.51 একর সম্পত্তি সংগীতা পাল ২) সব্যসাচী পাল, পিতা- স্বপন কুমার পাল, সাং-নবাসন পোস্ট- মুন্সিরহাট,থানা-জে.বি.পুর আমোক্তার নিযুক্ত করেন তৎপর গত ইং 30/4/2010 তারিখে বড়গাছিয়া এ.ডি.এস.আর I-01274 নং রেজিস্ট্রিকৃত সাব কোবালা পত্র দলিল দ্বারা নবাসন গ্রাম নিবাসী 1) শ্রী প্রদীপ পাত্র, 2) শ্রী প্রদ্যুৎ পাত্র উভয়ের পিতা-শ্রী গোপীনাথ পাত্রকে আমোক্তার দলিল বলে শ্রীমতি আরতি ঘোষ, স্বামী-ঁরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং-নবাসন, থানা- জে.বি.পুর 25.50 শতক সম্পত্তি শালি জমি বিক্রয় করেন। জগৎবল্লভপুর B.L&L.R.O তে রেকর্ড করার জন্য দরখাস্ত করেন। উক্ত আমোক্তার বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে 30 দিনের মধ্যে জানাইতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয় 1) সুবীর পাত্র, পিতা বাবলু পাত্র 2)গীতা পাত্র, স্বামী বাবলু পাত্র,সাং- দঃ ঝাঁপড়দহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া।কমলা চক্রবর্তী, গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী,মীনাক্ষী ব্যানার্জী ও সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তারদ্বয় 1) সজল কুমার দাস 2) রঞ্জিৎ দেশমুখ ইহাদের নিকট হইতে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-0116/2022 নং ও 40-0209/2022 নম্বর আমোক্তারদ্বয় দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়,মৌজা- দঃ ঝাঁপড়দহ, জে.এল. ১৫ ভুক্ত হাল ৭৪৮ নং খতিয়ানে হাল ২৪০৭ নং দাগে মোট ৬.৬০ শতক সম্পত্তি A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-4250/2026 ও 40-4249/2026 দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B.L&L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Different type of work under VB-G RAM G fund in N.I.e.T.No.-. 02/HBDO/VBGRAMG/2026-27 & 03/HBDO/VBGRAMG/2026-27 Documents and other details is available in the website tenders.wb.gov.in. The last date of submission for NIeT up to 14.00 hours on dated 06/11/2026 respectively.

Further, contact with the office of the undersigned for any queries in the office hours.

Sd/-
Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block

Office of the Jangipara Gram Panchayat

Vill.-Krishnanagar, P.O.-Jangipara, P.S.-Jangipara, Dist-Hooghly, Pin-712404

NOTICE INVITING TENDER No-643/JGP/2026

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for 5(Five) Nos. work. Last Date of Sale of Tender form 28/10/2026 to 04/11/2026. Last date of dropping of Sealed Tender Form 04/11/2026 at 03:00 PM. Date of Opening of Tender 06/11/2026 02:00 PM. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Executive Assistant
Jangipara Gram Panchayat
Jangipara, Hooghly

TENDER NOTICE

NIeT No.: 09/BDO/PUN/2026-27, Date:-28.10.2026

E-Tender for 08nos(eight) scheme is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors. Tender Documents download, Bid submission and other details will be available at http://tenders.wb.gov.in/ portal from 28.10.2026, 06.00 pm.

Sd/-
Block Development Officer
Puncha Development Block
Memo No - 69/ADV/ICA/PURU
Dt. 29.10.2026

ABRIDGED TENDER NOTICE

SNIT No. : 5/SNIT/EE-I/LDCD/IWD of 2026-2027 Dtd. 29-10-2026

Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for "Emergent cleaning and baricading of Ramkrishnapur Ghat, Shibpur Ghat and Topiwala Ghat on the right banks of river Hooghly for the immersion of Shymakali Puja and Chhat Puja festival purpose, in Word No. 29, 35 & 36 of HMC, P.S.- Shibpur, Howrah." [Amount: Rs. 2,89,786.00 & E.M.D. Rs. 5,796.00]. Last date of application for Tender is: **01.11.2026 upto 12.00 noon.** Other details may be seen in the website **https://iwd.wb.gov.in** and also in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer-I
Lower Damodar Construction Division
Fuleshwar, Uluberia, Howrah-711316

বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া, ব্লক-বালি জগাছা, মৌজা উনসানি, R.S. Dag-3760, L.R. 4339 নং দাগের মধ্যে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি L.R. Kh -2523 ১) শ্রীকান্ত মাল, S/O বিশ্বনাথ ২) গোলক মাল ৩) বিভা বাগ S/O হারাধন বাগ ৪) মরুণী ধারা W/O মধুসূদন ধারা ৫) সবিতা মাল W/O কিশোর মাল ৬) শিবনাথ মাল S/O কিশোর মাল ইহারা সেখ মাসুদ আলী S/O সেখ মান্নাফ আলিকে সাং- উনসানি, গড়ফা, জগাছা, হাওড়া,পিন-৭১১৩০২ পাওয়ার নং- I 051300578/2021 D.S.R.-2, Howrah দিয়েছেন। দলিল নং- I 050402422/2025, ADSR Domjur, Howrah দলিলে অমরেশ মালকে বিক্রয় করেছেন। এ বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা অফিসে যোগাযোগ করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/৫৪০০/টিএফপি/০১/২৬-২৭, তারিখঃ ২৭.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/৫৪০০/টিএফপি/০১/২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের ৫৪০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (কপার কয়েল) প্রতিস্থাপন। পরিমাণ ঃ ৩২টি। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৬৭,০৫,৯৪৫ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। জিসিসি, এপ্রিল'২০২২-এর ধারা নং ৩ অংশ নং ১-এর অধীনে সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে ই-টেন্ডার ফর্ম প্রদান করতে হবে। **যে কার্যালয় থেকে ই-টেন্ডারের উদ্যোগ গৃহীত তার ঠিকানাঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/পূর্ব রেলওয়ে/কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫। **দরপ্রস্তাব জামিনের মূল্য ই-পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ডের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে ঃ** ১৩,৩৪,২০০ টাকা। রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০২২/সিই-১/ সিটি/জিসিসি-২০২২/পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২৪ (অ্যাডভান্স কারেকশন স্লিপ নং ৫, তাং ২০.১০.২০২৩) অনুসারে টেন্ডারদাতারা উক্ত দরপ্রস্তাব জামিন অর্থরাশি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড রূপেও প্রদান করতে পারবেন। প্রকৃত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কাঁচরাপাড়া-র নিকটে দরপ্রস্তাব দাখিল বন্ধের তারিখের পূর্বে (অর্থাৎ দরপ্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ ব্যতীত) দাখিল করতে হবে। জিসিসি-এপ্রিল '২০২২-এ বিজি বন্ডের নির্ধারিত বয়ান উল্লিখিত রয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দরপ্রস্তাবদাতাকে জিসিসি এপ্রিল'২০২২ (পরিমার্জন সহ) অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৪.১১.২০২৬। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ ঃ** ১৮.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার ১৮.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয় খোলা হবে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখান থেকে সম্পূর্ণ টেন্ডার দেখা যাবেঃ** **http://www.ireps. gov.in**

MISC-247/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EastemRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **(১) ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮২_২০২৬-২৭ তারিখ ২৬.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধিক্ষেত্রে ইএমইউ, ইঞ্জিন, এমইএমইউ ইত্যাদি এবং এফওবি-তে স্টেশনের নাম এবং স্টেশনে পিএফ শেডের ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭১,০৩,৩০৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৪২,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বায়না অর্থ এবং টিডিসি প্রদানঃ ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং এবং পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-423/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

টেন্ডার

Krishi Pragati SKUS LTD

Regn No-3 HG Date-31.03.2010

Vill- Joyrampur, P.O- Routhkhana, P.S- Khanakul, Dist.- Hooghly, PIN-712406

NOTICE

It is here by informed to all the members of this society icw BOD election-2026 voters list will be published as per following schedule.

1. Draft voters list: 29.10.2026 notice board of the Society, P.O. & G.P office.

2. Submission of claims and Objections : 29.10.26 to 07.11.26 on any working days from 11 am to 3 pm at society office.

3. Hearing of claims and objections: 13.11.26 from 11 am to 3 pm at society office.

4. Final voters list: 16.11.26 at society notice board.

Date: 29.10.26

Sd/-Asst. Returning Officer
Krishi Pragati SKUS Ltd.

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY

Corrigendum

Corrigendum No. - Dated.-28.10.2026.

Ref. NIeT No. 04 Dt. 24.09.2026.for Sl no 1& 3 changing for Document download closing date (Online), Technical and Financial bid submission closing date (online) and Opening of Technical Proposal (Online).

Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-04/2026-27

Tender ID : **2026_MAD_1042854_1 & 2026_MAD_1042854_3**

Last date & time for submission of bid through online is **14.11.2026 upto 2:00 P.M.**

The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** (or) **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board.

s/d- Chairman, Ramjibonpur Municipality

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 3218/WS/SD Dated-29/10/2026

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT14/10e/26 and Tender Id No-2026_MAD_1047502_1 to 3 for Supply of 12.5 H.P. S.M pump & etc. for pump Renovation work, Deep Tubewell upgradation and upgradation of 17.5 H.P.S.M. pump set at different areas under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e- Tender is: 20/11/2026 at 10:30 hrs. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Administrator
Hooghly-Chinsurah Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/XIII/122/10/26-27 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of sewer adjuncts at Dinesh Tea Stall, Sukanta Nagar, Madan Mohan Tala, Near Pr. No.-64/1, 64/1/K, etc and Bye Lane of R. R. Roy Road in Ward No.-122, Br-XIII**. Work Value : **Rs. 2,08,660.88.** Earnest Money : **Rs. 4,200.00**. Period of Completion : **35 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.11.2026 (up to 11 a.m.).** Tender will be opened on: **17.11.2026 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://wbtender.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/IX/080/013/2026-2027
Name of work : **Construction of Girl's Toilet Block in KMCP School at Taratala KOPT Colony in Ward No.-80.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,30,849.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.11.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on: **17.11.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/010/2026-2027/R
Name of work : **Repairing of bituminous road at Satghara Rd and Khaldhari Ln and its surrounding area in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,884.01.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.11.2026 - 11 a.m.** Date of opening of tender: **17.11.2026 - 11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/011/2026-2027/R
Name of work : **Repairing & maintenance of cement concrete & I.P. passage with allied works at Panchpara Lane, Jugipara Lane etc N/H No. T-303, T-373, T-88, S-67 etc in Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,85,846.86.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **120 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/012/2026-2027/R
Name of work : **Repairing & maintenance of bituminus road at Murray Road, Panchpara Road, Panchpara Lane etc in Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,87,779.28.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.11.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Date of opening of tender: **13.11.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **31.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **30.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/015/26-27 (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of CC Roads at Mundapara near H/O Joydeb Biswas, Gourab Mallick etc. in Ward No.-108.** Estimated Cost : **Rs. 4,37,923.16.** Earnest Money : **Rs. 9,000.00.** Period of Completion : **75 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/016/26-27
Name of work : **Cleaning and renovation of pond shore at Mukundapur, Survey Park, Panchasayar etc. including removal of weeds, water hyacinth etc. during Chhat Puja in Ward-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 1,02,111.76.** Earnest Money : **Rs. 2,100.00**. Period of Completion : **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/023/26-27
Name of work : **Maintenance of U/G drain by removal of chockage from C.P, G.P. at Sahid Smrity A & F Block in W-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost : **Rs. 1,87,447.92.** Earnest Money : **Rs. 3,900.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.11.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Date and time of opening of bid: **13.11.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1. NIT No. : X/099/003/2026-27/E&H
Name of work : **Cleaning of ponds situated near Premises No. 3/4, 2/52, 1/69A Vidyasagar Colony etc in Ward-099, Br-X**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,32,862.98.** Earnest Money : **Rs. 2,700.00**. Period of Completion : **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.11.2026 - 5 p.m.** Date and time of opening of bid: **14.11.2026 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.)** from the website **www.tenders.wb.gov.in**
2. NIT No. : X/091/07/26-27 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of passage at 5 A RK Ghosal Road, 30/1 Kumar Para Road and surrounding area in Ward No.-091 Br-X**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,91,526.52.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Time of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.11.2026 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **21.11.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/07/2026-2027
Name of work : **Restoration of road to be disturbed due to Water Supply Deptt. from 18 Shibtala Lane to 138 Beliaghata Road (Via Petrol Pump), in Ward No.-36**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,26,364.68.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/08/2026-2027
Name of work : **Restoration of road to be disturbed due to W/S Deptt. from 18 Shibtala Lane to 138 Beliaghata Road (Via Conservancy Office), in Ward No.-36**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,32,495.31.** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/12/2026-2027
Name of work : **Repairing of passages and footpath at K.C. Sen St., Bankim Chatterjee St and other different areas in Ward No.-040, under Borough-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,22,073.82.** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/06/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Repairing of uttaran passages at 11/2 Harshi Street, 7/2, Dr. M.N. Chatterjee Sarani and different places in Ward No.-36**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,148.73.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/09/2026-2027
Name of work : **Restoration of road to be disturbed due to W/S Deptt. at Nafarkoley Road from Koley Bari to Sri Durga Club in Ward No.-36**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,49,799.36.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **35 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/09/2026-2027
Name of work : **Repairing of sewer line and ancillary work at 302, APC Road in Ward-37, Borough-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,61,002.64.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **15 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/06/2026-2027 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of Girls Toilet of KMCP School at 7, Nafar Koley Road in Ward No.-36**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,21,789.03.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.11.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 7). Date of opening of tender: **19.11.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two Bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-XVI/126/033/26-27
Name of work : **Improvement of Road by laying hot-mix at Bye Lane of Kali Charan Dutta Raod near pre no. 4/1A, in Ward No. 126.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,83,632.73.** Earnest Money : **Rs 10,000.00.** Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-XVI/142/025/26-27
Name of work : **Supply and spreading of good earth in different Road (Chakramnagar, Udaychal, etc.) in Ward No, 142.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,154.49.** Earnest Money : **Rs 6,000.00.** Period of Completion : **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-XVI/126/035/26-27
Name of work : **Maint of Road by laying hot mix at different places of Jadav Ghosh Road bye Lane near Pre No. 80/16, 7/1 etc. in Ward No. 126.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,589.89.** Earnest Money : **Rs 6,000.00.** Period of Completion : **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-XVI/126/037/26-27
Name of work : **Maint of Surface Drain at Bye Lanes of Saheb Bagan near Pre No. A12 in Ward No. 126.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,94,639.57.** Earnest Money : **Rs 6,000.00.** Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bids: **07.11.2026** at **12 Noon** (for Sl. No. 1 to 4). The tender will be opened on **13.11.2026** at **12 Noon** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.)** (Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/072/08/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of paver block and IPS on footpath near 39 Ramesh Mitra Road, 45 Girish Mukherjee Road, 2A,63/C, Townshend Road, 91/2, Bakul Bagan Road etc. in Ward No. 72 disturbed by CESC, Natural wear and tear.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,950.28.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **90 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/072/07/2026-2027/R
Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/ C.P. Cover/inspection Pit Cover at different placed in Ward No. 72, Br.-VIII.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,332.69.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **120 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/072/09/2026-2027/R
Name of work : **Restoration of Road surface along Benoy Bose Road from xing of Ramesh Mitra Road to xing of Sarat Bose Road in Ward No. 72.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,94,530.06.** Earnest Money : **Rs. 5,900.00.** Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.11.2026** at **12 Noon** (for Sl. No. 1 to 3). Date of opening of tender: **13.11.2026** at **12 Noon** (Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from: **30.10.2026** at **5 p.m.** (Sl. No. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/069/012/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of Footpath/passages (P.B. & I.P.) at 14, Gurusaday Road, 7/1, 15/3, Deodar Street 27, Palit Street etc. disturbed by various PU Agencies & Natural wear & tear in Ward No.- 69.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,473.81.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **90 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/085/08/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of Uttaran/Slum sewer line at 13,14,16/2, Dover Terrace 13, Panditiya Road etc. in Ward No. 85.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,701.86.** Earnest Money : **Rs. 5,950.00.** Period of Completion : **90 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/088/010/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of Paver Block & IPS Footpath disturbed by different PU Agencies and Natural wear & tear at 24/2A, S.N. Road 7, P. Road, 1, S.T.C. Road, 5/B, C.M. Lane 6A, G.B. Lane 54, T.G. Road 3/C, K.B. Lane etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,120.77.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **60 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/088/009/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of Paver Block & IPS Footpath disturbed by different PU Agencies and Natural wear & tear at 176/C, S.P. M. Road 58, P. Place, 3/A, T.S. Road, 26D, 27, 102/8, T.G. Road etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,859.72.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **60 Days**.
8. NIT No. : KMC/EE(C)/BR.-VIII/068/07/2026-2027
Name of work : **Restoration of Road side kerb, channel raising of PIT Gully PIT catch PIT near 10A Ballygunge Place East 13/2 & 12/2 cornfield Road 1A, & 10/D Anil Maitra Road etc and Allied Civil works in Ward No. 68.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,94,273.76.** Earnest Money : **Rs. 5,900.00.** Period of Completion : **50 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.11.2026** at **12 Noon** (for Sl. No. 4 to 8). Date of opening of tender: **18.11.2026** at **12 Noon** (for Sl. No. 4 to 8). The bid forms and other details are available on and from: **02.11.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 4 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

657/26-27

ছোটদের ফিফা বিশ্বকাপে ফের হারল ভারত

সংবাদ সংস্থা, বাকু, ২৯ অক্টোবরঃ আগের ম্যাচেই ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর বিরুদ্ধে দু'গোলে পিছিয়ে প।ওে দুর্দান্ত কামব্যাক। মনে হয়েছিল, জয়ের সরণিতে হয়তো ফিরল ভারত। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ছন্দপতন। ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপের আসরে এবার আফগানিস্তানের কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরে বসল ভারতের ছোটরা। বৃহস্পতিবার আজারবাইজানের বাকুর হোভসান কম্পিটিশন কমপ্লেক্সের মাঠে ৮১ থেকে ৮৮তম স্থান নির্ধারণের কোয়ার্টার ফাইনালে এই অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেল ব্লু-কোল্টসরা। খেলার শুরুতে কিন্তু দাপট ছিল ভারতেরই। বিপক্ষ শিবিরে একের পর এক আক্রমণ। ছ'মিনিটের মাথায় আর লালরেমরুয়াতফেলার দুরন্ত ক্রসে আফগান গোলরক্ষক বল ফস্কালেও, সময়মতো পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন ভিক্টর লালমপুইয়া। ফিরতি বলে নিবাস মিতেই ও লালরেমরুয়াতফেলার মিলিত প্রয়াসও রুখে দেন বিপক্ষ কিপার।

৯ মিনিটেও ভিক্টরকে লক্ষ্য করে নিখুঁত থ্রু বাড়ান নিবাস। কিন্তু এবারও সতর্ক আফগান কিপারের গ্লাভসে বন্দি বল। শুরু থেকে এত দাপট সত্ত্বেও খেলার গতির একেবারে বিপরীতে গিয়ে ১৫ মিনিটে লিড নিয়ে নেয় আফগানিস্তান। বাঁ-দিক থেকে শাহজাদা সুলতানির নিখুঁত ক্রসে ডিফেন্ডার বীরজিৎ সিংকে বোকা বানিয়ে চলন্ত বলে ভলি মারেন মহম্মদ মুস্তাফা। ২৭ মিনিটে নিজেদের মারাত্মক ভুলেই ব্যবধান দ্বিগুণ। খয়ের মহম্মদ নাজারির তীব্র চাপে ভুল পাস দিয়ে বসেন নারা মিতেই। চকিতে সেই বল ধরে ভারতীয় ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন আফগান স্ট্রাইকার সুলতানি। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রথমার্ধের শেষলগ্নে মরিয়া আক্রমণ শানায় ভারত। ৩৬ মিনিটে বক্সে বল ধরে লালরেমরুযা়তফেলার নিখুঁত পাসে জাল কাঁপান নিবাস মিতেই। কিছুটা আশা জাগে। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরাতে একের পর এক কর্নার ও সেট-পিস পেয়েছিল ভারত। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। জমাট আফগান রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ হন অধিনায়ক সৌম্যজিৎ সরকাররা। এই পরাজয়ের ফলে ৮৫ থেকে ৮৮তম স্থানের সেমিফাইনালে নামবে ভারত।

টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে ফাটল?

হরমনকে দেখেই মুখ ফেরালেন স্মৃতি মান্ধানা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৯ অক্টোবরঃ সিরিজের শেষ ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে জিতে সিরিজ শেষ করেছে ভারত। প্রথমে টি-টোয়েন্টি এবং পরে ৫০ ওভারের ফরম্যাট-পুরো সফর জুড়েই আফ্রিকান দলটিকে কোনও রকম সুযোগ না দিয়ে দাপটের সঙ্গে ক্লিন সুইপ করল ভারতের মহিলা দল। কিন্তু মাঠের এই একপেশে দাপট ও ট্রফি জয়ের আনন্দের চেয়েও ম্যাচের পর আলোচনায় টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুম। দাবি করা হচ্ছে, হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিয়োটি ম্যাচের পর হ্যান্ডশেকের সময়। দেখা যায়, প্রাক্তন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর এবং বর্তমান দলনেত্রী স্মৃতি মন্ধানা একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাননি। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী দুই দলের ক্রিকেটাররা যখন একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন, তখন দেখা যায়, হরমনপ্রীত কৌর স্মৃতির দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াতে চাইছেন, কিন্তু স্মৃতি তখন অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন। ফলে দুজনের হাত মেলানো হয়নি এবং তাঁরা একে অন্যকে পার করে চলে যান। ক্যামেরায় ধরা পড়া এই সামান্য কয়েক সেকেন্ডের ক্লিপটি নিমেষের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনদের একাংশের দাবি, এই হাত না মেলানো দুই তারকার মধ্যে ফাটলকে আরও প্রকট করে দিল। তবে নেটিজেনদের একাংশের মতে, মুহূর্তটি ছিল নেহাতই অনিচ্ছাকৃত। দুই

তারকার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। বরং এশিয়ান গেমসে ভারত সোনা জয়ের পর হরমনপ্রীত নিজেই অধিনায়কত্বের ব্যাটন স্মৃতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যদিও এই হাতবদলটা স্মুদ হয়নি বলে দাবি একাংশের। হরমনপ্রীতকে তিন ফর্ম্যাটে অধিনায়ক না রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল বিসিআই, সেই সিদ্ধান্ত মানতে না পেরেই সরে দাঁড়ান তিনি অধিনায়কত্ব থেকে। বিতর্ক থাকলেও মাঠে তার ছাপ পড়তে দেননি হরমনপ্রীত। টি-টোয়েন্টিতে ২০৪.৪৪-এর স্ট্রাইক রেটে ৯২ রান করার পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলেন অপরাজিত ১২৬ রানের ইনিংস খেলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮ হাজারেরও বেশি রান ও ৯টি শতরানের মালকিন হরমনপ্রীত প্রমাণ করে দিয়েছেন-নেতৃত্বের চাপমুক্ত হয়ে তিনি আরও বেশি ভয়ঙ্কর। অন্য দিকে, ওয়ানডে সিরিজে স্মৃতি নিজের সেরা ফর্মে না থাকলেও টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৫৬ রান। বর্তমানে স্মৃতির সামনে চ্যালেঞ্জ হলো ব্যাটিং ফর্ম বজায় রেখে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া। আগামী ডিসেম্বরের শুরুতেই পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে ভারতীয় দল। আগামী ৬ ডিসেম্বর বেনোনির উইলোমুর পার্কে দক্ষিণ আফ্রিকা এমার্জিং একাদশের বিরুদ্ধে ট্যুর ম্যাচ দিয়ে সফর শুরু হবে। এরপর ৯ ডিসেম্বর থেকে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে হবে একমাত্র টেস্ট ম্যাচ। টেস্টের শেষে দুই দল মুখোমুখি হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে এবং তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চতুর্থ ম্যাচের আগে অভিষেকের সঙ্গে নেটে গিল

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ২৯ অক্টোবরঃ নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে অকল্যান্ডে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিলেন অধিনায়ক শুবমান গিল। তাঁর সঙ্গে দলে যোগ দিয়েছেন কেএল রাহুল এবং গুরনুর ব্রার। অনুশীলনের সময় গিলের মাথায় ফিটনেস মাপার একটি বিশেষ যন্ত্র দেখা যায়। টি-টোয়েন্টি সিরিজের বাকি ম্যাচগুলির পাশাপাশি আসন্ন একদিনের সিরিজের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। টি-টোয়েন্টি সিরিজ ইতিমধ্যেই নিজেদের পকেটে পুরেছে ভারত। চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে ভারতের শেষ অনুশীলন পর্বে দলের সঙ্গে যোগ দেন গিল, রাহুল ও গুরনুর। অনুশীলন বাধ্যতামূলক না হলেও নেটে ব্যাট করতে দেখা যায় একাধিক ক্রিকেটারকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিষেক শর্মা এবং বৈভব সূর্যবংশী। অনুশীলনে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করেন গিল। অভিষেকের সঙ্গেও তাঁকে অনুশীলন করতে দেখা যায়। একদিনের সিরিজের আগে ব্যাটিংয়ের ছন্দ ফিরে পাওয়ার দিকেই নজর ছিল ভারত অধিনায়কের। পাশাপাশি কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে গিলের আলোচনা থেকেও স্পষ্ট, আসন্ন একদিনের সিরিজের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলার পর সিনিয়র দলের অনুশীলনে যোগ দেন রাহুলও। মূলত টি-টোয়েন্টি দলের জন্য অনুশীলনের আয়োজন করা হলেও গিল ও রাহুল নেটে বিভিন্ন বোলারের বিরুদ্ধে ব্যাট করেন।

'প্রথম বল থেকেই বাউন্ডারি মারব'

নিউ জিল্যান্ডকে হুংকার তিলকের

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ২৯ অক্টোবরঃ এক বছর ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয় দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম তিলক বর্মা। কঠিন পরিস্থিতিতে লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একাধিকবার দলকে বাঁচিয়েছেন তিনি। নিশব্দে নিজেদে 'চেজ মাস্টার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিউ জিল্যান্ডের কন্ডিশনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথম তিন ম্যাচেই আয়োজকদের পর্যুদস্ত করে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ট্রফি নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। তবে শুক্রবার চতুর্থ টি-টোয়েন্টির আগে আত্মতুষ্টির লেশমাত্র নেই ভারতীয় শিবিরে। বরং কিউয়িদের ঘরের মাঠে ৫-০ ব্যবধানে পর্যুদস্ত করার বার্তা দিলেন তিলক বর্মা। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন তিলক। ব্যাটিং

অর্ডারের তিন নম্বর থেকে নেমে বর্তমানে পাঁচ কিংবা ছয় নম্বরে ফিনিশারের ভূমিকা পালন করছেন তিনি। এই নতুন ব্যাটিং অর্ডার প্রসঙ্গে তিলক বলেন, ''পাওয়ার হিটিংয়ের সামর্থ্য আমার বরাবরই ছিল। তিন নম্বরে নেমেও আমি ভারতের হয়ে বড় রান করেছি। তবে এখন পাঁচ বা ছয় নম্বরে ব্যাট করার সময় মানসিকতায় কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। এখন যদি ক্রিজে নেমে প্রথম বলটাই মারার মতো পাই, তবে প্রথম বল থেকেই বাউন্ডারি হাঁকানোর কথা ভাবি। আর বল যদি ভালো হয়, তবে খেলাটাকে গভীরে নিয়ে যাওয়ার দিকে মনোযোগ দিই। শুরুতে কিছুটা সময় নিই, সিঙ্গেলস ও ডাবলসের মাধ্যমে স্ট্রাইক রোটেট করি এবং ফাঁকা জায়গা খুঁজে বাউন্ডারি বের করি।'' ম্যাচের শেষ ওভারগুলোতে বোলারদের ওপর চাপ বজায় রাখার শিল্পও রপ্ত করে ফেলেছেন তিলক। রান তাড়া করার অঙ্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''শেষের ওভারগুলোতে একজন ব্যাটার হিসেবে আমার চেয়ে প্রতিপক্ষের বোলারের ওপর বেশি চাপ থাকে। এই ভাবনাটাই আমার মাথায় সারাক্ষণ কাজ করে-বোলার চাপে আছে, ফলে ও কোনও না কোনো সময় ভুল করবে এবং রান দেবেই।'' ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তরুণ নীতীশ রেড্ডিকে সঙ্গী করে ম্যাচ বের করে এনেছিলেন তিলক। সেই মুহূর্তের কথা তিনি বলেন, ''আমি নীতীশকে বলেছিলাম-এই কঠিন জায়গা থেকে ম্যাচটা জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারলে আনন্দ হবে। চলো শুধু ক্রিজে টিকে থাকি, ম্যাচটাকে শেষ ওভার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই, দেখা যাক কী হয়।'' সিরিজের ফল ৩-০ হয়ে গেলেও বাকি দুটি ম্যাচকে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হিসেবে দেখছে না টিম ইন্ডিয়া। তিলকের হুঙ্কার, এ বার নিউ জিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ ৫-০ করাই লক্ষ্য তাঁর।

বিশ্ব কুস্তিতে রুপো জয় সোনিপতের ক্যাবচালকের মেয়ে কাজলের! এবার নজরে অলিম্পিক্সে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ আঠারো বছর বয়সেই বিশ্বমঞ্চে বাজিমাত। কাজাখস্তানে বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের ৭৬ কেজি বিভাগে রুপো জিতে ইতিহাস গড়লেন কাজল দোচক। ভারতের প্রথম হেভিওয়েট কুস্তিগির হিসেবে এই অনন্য নজির। সিনিয়র পর্যায়ে প্রথম আবির্ভাবে এমন দুরন্ত অভাবনীয়। আর তাই জাতীয় মহিলা দলের প্রধান কোচ বীরেন্দ্র দাহিয়া সাফল্যের খিদে বোঝাতে টেনে আনছেন খোদ সচিন তেন্ডুলকরের প্রসঙ্গ। সাফল্যে মোটেও আত্মতুষ্ট নন এই তরুণী। হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে জ্বলজ্বল করছে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের লোগো। সোনিপতের কুলদীপ মালিক অ্যাকাডেমিতে তাঁর কোচ অজয় মালিকের কথায়, ''ওর পাখির চোখ এখন অলিম্পিক। প্র্যাকটিসে নিজেকে বারবার এই লক্ষ্যের কথা মনে করায় ও।'' অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ২০২৪ সালে এবং অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে ২০২৫ ও ২০২৬ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন। সিনিয়রদের প্রতিযোগিতাতেও দাপট অব্যাহত। সেমিফাইনালে কিরগিজস্তানের আইপেরি মেদেত কিজির বিরুদ্ধে ১-৭ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন।

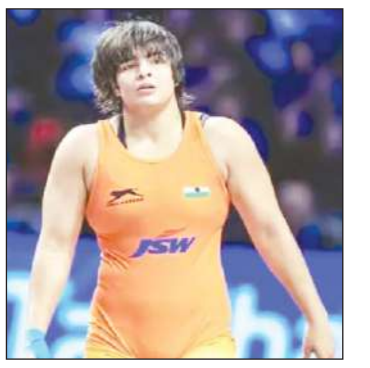

জেতেন ১০-৭ ব্যবধানে। ফাইনালে ইউক্রেনের আনাস্তাসিয়া আলপিয়েভার কাছে ৮-৬ স্কোরে হারলেও কাজলের লড়াই মন জিতেছে সবার। কাকা কিষান দোচক প্রাক্তন আন্তর্জাতিক কুস্তিগির। দাদার দেখাদেখি তাঁর কাছেই হাতেখড়ি। কাজলের মূল অস্ত্র আগ্রাসন। বিপক্ষ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বা আনকোরা হোক, ম্যাটে চূড়ান্ত ভয়ডরহীন। কোচ দাহিয়ার পর্যবেক্ষণ, ''১৬ বছর বয়সে সচিনের অভিষেকের পিছনে ছিল অদম্য খিদে। কাজলের মধ্যেও নিজেকে উন্নত করার একই রকম বাসনা। আমার দেখা সবচেয়ে আগ্রাসী কুস্তিগির ও।'' তবে এই আগ্রাসন অনেক সময় দুর্বলতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই রক্ষণ মজবুত করা অন্যতম লক্ষ্য। সোনিপতের এক ক্যাব চালকের মেয়ে কাজল। মা গৃহবধূ। মেয়ে বিশ্বমঞ্চ কাঁপালেও পা মাটিতেই। সদ্য বিএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন। সাধারণ ঘরের এই মেয়েটির শৃঙ্খলাবোধ নজরকাড়া। বকুনিতেও আপত্তি নেই, ভুল শুধরে নিতে সবসময় প্রস্তুত। আস্তানায় যাওয়ার আগে কোচকে বলেছিলেন, ''স্যার, বেল্টটা আনতেই হবে।'' এবার সোনা আসেনি ঠিকই। তবে ১৮ বছরেই তাঁর কীর্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতীয় কুস্তিতে নতুন এক তারকার জন্ম হল।

৩৬ রানে অলআউটের পর অজিদের চোখে ধুলো! ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের নেপথ্য ফাঁস রাহানের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবরঃ অ্যাডিলেডের সেই অভিশপ্ত দিন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের সর্বনিম্ন স্কোর-মাত্র ৩৬ রানে অলআউট। প্রথম টেস্টে লজ্জার হারের পর দেশে ফিরছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ক্রিকেট-পণ্ডিতরা ধরেই নিয়েছেন, এই সিরিজ ভারত ৪-০ ব্যবধানে হারবে। ঠিক সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিতে নেয় ভারত। কীভাবে এসেছিল সেই অকল্পনীয় জয়? সময়ের চাকা গড়ালেও সেই স্মৃতি আজও টাটকা। এবার সেই ঐতিহাসিক জয়ের অজানা রহস্য ফাঁস করলেন সে সময়কার টিম ইন্ডিয়ার অস্থায়ী অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। নভেম্বরে দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারদের এশিয়া কাপ। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'বিয়ন্ড বাউন্ডারিজ' অনুষ্ঠানে সম্প্রতি যোগ দেন রাহানে। সেখানেই তিনি খোলসা করেন অস্ট্রেলিয়া সফরের সঙ্কটের কথা। রাহানের অকপট স্বীকারোক্তি, কোহলির অনুপস্থিতিতে দলের দায়িত্ব পেয়ে তিনি রীতিমতো 'নার্ভাস' ছিলেন। কিন্তু সেই অস্থিরতা দলের কাউকে বিন্দুমাত্র বুঝতে দেননি। রাহানের কথায়, ''অ্যাডিলেডে হারের পর চারদিকে রব ওঠে ভারত ৪-০ ব্যবধানে পরাস্ত হবে। দলের আত্মবিশ্বাস

তখন তলানিতে। আমি সত্যিই খুব নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু একজন খেলোয়াড় হিসেবে এও বুঝেছিলাম, ওই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড় কাজ হল সতীর্থ, বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া এবং মিডিয়ার সামনে নিছক আত্মবিশ্বাসের ছলনা করা।'' রাহানের মতে, তাঁর সেই অভিনয়টাই শেষমেশ জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে! সিরিজ যত এগোয়, ভারতীয় শিবিরে চোট-আঘাতের তালিকা তত দীর্ঘ হতে থাকে। গাব্বায় নির্ণায়ক টেস্টের আগে ফিট মাত্র ১১ জন খেলোয়াড়। কিন্তু তখনও এতটুকু হাল ছাড়েননি রাহানে। সতীর্থদের উদ্দীপ্ত করতে তাঁর বার্তা ছিল একেবারে স্পষ্ট। স্মৃতিচারণ করে বলেন, ''আমি ছেলেদের বলেছিলাম, আমরা ভাগ্যবান, যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছি। এমন অনেকের দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন থাকে, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তারা সুযোগ পায় না। চলো, আজ আমরা তাদের জন্য খেলি, যারা দেশের জার্সি গায়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে ভাবার বিন্দুমাত্র দরকার নেই। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে যা হবে দেখা যাবে। সব দায়িত্ব আমার। তোমরা শুধু নিজেদের জন্য খেলো আর খেলাটা উপভোগ করো।'' অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করে ভারত।

কারাবারও কাপের কোয়ার্টারে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ২৯ অক্টোবরঃ নির্ধারিত সময়ে স্কোরলাইন ১-১। এরপর জমজমাট টাইব্রেকার। আর সেই রুদ্ধশ্বাস পেনাল্টি শুট আউটে চেলসিকে হারিয়ে লিগ কাপ বা কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল লিভারপুল। অন্যদিকে, ব্রাইটনের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও শেষমেশ বাজিমাত ম্যানচেস্টার সিটির। বুধবার রাতে অ্যানফিল্ডে লড়াইটা ছিল দুই ছোটবেলার বন্ধু-লিভারপুল আন্দোনি ইরাওলা ও চেলসি কোচ জাবি আলনসোর। সেখানে বাজিমাত ইরাওলার। ম্যানেজার হিসেবে অ্যানফিল্ডে এসে এই নিয়ে টানা তিনবার হারলেন আলনসো। ২০২৪ সালে বায়ার লেভারকুসেন ও ২০২৫-তে রিয়াল মাদ্রিদকে নিয়ে এসেও ফিরেছিলেন শূন্য হাতে। গতরাতে ৪০ মিনিটে বক্সে গ্রাভেনবার্খের ফাউলে পাওয়া পেনাল্টি থেকে চেলসিকে এগিয়ে দেন মরগান রজার্স। তিন মিনিট পরেই ফোফানার হ্যান্ডবল, পেনাল্টি! স্পটকিক থেকে লিভারপুলের সমতা ফেরান কোডি গাকপো। এরপর ৯০ মিনিটে কেউই জয়সূচক গোল ছিনিয়ে নিতে পারেনি। খেলা গড়ায় শুট আউটে। যেখানে চেলসির বার্কো পোস্টে মারেন। লিভারপুলের সিমিকাস বল ওড়ান গ্যালারিতে। চেলসি কিপার পেন্ডার্স গ্রাভেনবার্খের শট আটকালেও, এমেঘার শট রুখে লিভারপুলকে ম্যাচে ধরে রাখেন মামারদাশভিলি। শেষে গোমেজ গোল করার পর চেলসির ফোফানা শট ফস্কাতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে অ্যানফিল্ড। শেষ আটে ইরাওলার সামনে এবার তাঁরই প্রাক্তন ক্লাব বোর্নমুথ। জয়ের পর উচ্ছ্বসিত লিভারপুল ম্যানেজার বলেন, ''আমরা খুব খুশি। ঘরের মাঠে টানা তিন জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিগে ঘরের মাঠে ভুগেছি, রবিবার সামনে আর্সেনাল।'' অন্যদিকে, আলনসোর কথায়, ''পেনাল্টিতে হারলে সবসময়ই নিষ্ঠুর মনে হয়। আমরা ভাল ফুটবল খেলেছি, এ ধরনের স্টেডিয়ামে এসে সেটাই দরকার। প্রিমিয়ার লিগই এখন মূল লক্ষ্য।'' রাতের অন্য ম্যাচে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে খাদের কিনারা থেকে ফিরল এনজো মারেসকার ম্যানচেস্টার সিটি। আর্লিং হালান্ড, রুবেন দিয়াসদের মতো তারকাদের বিশ্রাম দিয়ে প্রথম একাদশে ৯টি বদল আনেন সিটির ইতালীয় কোচ। ম্যালিক ইয়ালকুয়ে ও রুটারের গোলে দু'বার এগিয়ে যায় ব্রাইটন। তবে মাতেও কোভাচিচ ও ভিটোর রেইসের গোলে দু'বারই দুরন্ত কামব্যাক করে (২-২) সমতা ফেরায় সিটি। শুট আউটে জেসন স্টিল কোভাচিচের শট বাঁচালেও, সিটির গোলরক্ষক জেরোনিমো রুলি জোড়া সেভ করে দলকে শেষ আটে তোলেন। সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে সিটির প্রতিপক্ষ তৃতীয় ডিভিশনের ব্র্যাডফোর্ড। অন্য ম্যাচে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৩-০ হারিয়েছে বোর্নমুথ। ফুলহ্যামকে ১-০ হারিয়ে স্বস্তিতে ক্রিস্টাল প্যালেস। ব্রেন্টফোর্ডকে ৩-২ স্কোরলাইনে পরাস্ত করেছে সান্ডারল্যান্ড।

ম্যাড়মেড়ে ম্যাচের রোমাঞ্চকর সমাপ্তি

শেষের গোলে মেসিদের ড্র

ম্যাচের প্রথম এক ঘণ্টা ছিল প্রায় নিষ্প্রাণ। এরপর খেলায় একটু গতি ফিরলেও উত্তেজনা ছিল না তেমন। কিন্তু শেষ দিকে গিয়ে হুট করেই ম্যাচ হয়ে উঠল প্রানবন্ত। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে শেষ দিকে গোল হলো তিনটি। জমজমাট সমাপ্তিতে হারের শঙ্কায় পড়ে যাওয়া ইন্টার মায়ামিকে পয়েন্ট এনে দিলেন রিকেলমে ফিলিপি।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ২৯ অক্টোবরঃ পালমেইরাস থেকে গত মাসেই ইন্টার মায়ামিতে নাম লিখিয়েছেন ফিলিপি। ২০ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার দুর্দান্ত এক গোল উপহার দেন ৯০তম মিনিটে। মেজর লিগ সকারে সিনসিনাটি এফসি ও ইন্টার মায়ামির লড়াই শেষ হয় ২-২ গোলে। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করতে পারেননি লিওনেল মেসি। ২৫ গোল করে লিগের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার অবশ্য এখনও তিনিই। মায়ামির এরপরও ম্যাচে সেভাবে প্রাণ ফেরেনি। কিন্তু ৮০ মিনিটের কাছাকাছি সময়ে গিয়ে হঠাৎ জমে ওঠে ম্যাচ। গোছানো আক্রম থেকে চোখধাঁধানো গোলে সিনসিনাটিকে সমতায় ফেরান ফরাসি ফরোয়ার্ড কেনজি এমবোমা ডেম। ছয় মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে বক্সের মাথা থেকে মাপা শটে মায়ামি গোলকিপারকে পরাস্ত করেন সামুয়েল গিডি। মায়ামির সমতা ফেরানো গোলটিও ছিল দর্শনীয়। বাম প্রান্তে বল পেয়ে সিনসিনাটির একজনকে

মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল একদমই প্রাণহীন। দুই দলই ছিল অতি সতর্ক। তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দলই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটাও ছিল একইরকম। ৫৮তম মিনিটে প্রথমবার গোলের কাছাকাছি যান মেসি। হার্মান বের্তেরামের সঙ্গে পাস দেওয়া-নেওয়া করে মায়ামি অধিনায়কের বাঁপায়ের শট একটুর জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। এর পরপরই গোলের দেখা পায় মায়ামি। কাজেমিরোর পাস থেকে দুর্দান্ত বাঁকানো শটে দলকে এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। চলতি লিগে উরুগুয়ের স্ট্রাইকারের যোড়শ গোল এটি। কাটিয়ে বক্সের ঠিক ওপর থেকে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে সমতায় ফেরান ফিলিপি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সুয়ারেজের শট ঠেকিয়ে দেন সিনসিনাটি গোলকিপার। শেষ মিনিটে দারুণ এক সুযোগ পেয়েছিল সিনসিনাটি। বক্সের ভেতর থেকে ইভান্ডারের শট ইয়ান ফ্রের গায়ে লেগে বাইরে চলে যায়। এই ড্রয়ের পর ৩২ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে ইন্টার মায়ামি। দুই পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে নিউ ইংল্যান্ড। ৭১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ন্যাশভিল এফসি আগেই নিশ্চিত করেছে সাপোর্টার্স শিল্ড জয় করা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com